NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ মানবদেহে নয়া রক্তকণিকার খোঁজ দিয়ে বিতর্কে দেবাংশু

লক্ষাধিক যাত্রীদের ভিড় সামলাতে শিয়ালদহ স্টেশনে নতুন প্রবেশদ্বার ৩

কলকাতা ২৪ মার্চ ২০২৫ ১০ চৈত্র ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৮১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.03.2025, Vol.18, Issue No. 281, 8 Pages, Price 3.00

মাও-নীতি

■ আবার মাওবাদীদের আত্মসমর্পণ নীতিতে পরিবর্তন আনতে চলেছে ছত্তীসগঢ় সরকার। আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের জন্য 'সার্বিক' উন্নয়ন, মোটা অঙ্কের টাকা নগদ পুরস্কার; এমন নানা সুযোগসুবিধাই আপাতত ছত্তীসগঢ় সরকারের নয়া 'নকশাল আত্মসমর্পণ এবং আক্রান্তদের পুনর্বাসন নীতি ২০২৫'-র তুরুপের তাস। নতুন এই প্রকল্প ঘোষণা করেছেন ছত্তীসগঢ়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সায়, যা শীঘ্রই কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নিহত জওয়ান

■ ঝাড়খণ্ডে মাওবাদী হামলায় মারা গিয়েছেন সিআরপিএফ জওয়ান এএসআই সুনীল মণ্ডল। জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি পার্থপ্রতিম দে। দুজনেই বাংলার দুই জেলার বাসিন্দা। সুনীল মণ্ডলের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড় থানার গাছউপড়া গ্রামে। পার্থপ্রতিম দের বাড়ি বাঁকুড়া জেলায়। দুই বাড়িতেই দুঃসংবাদ আসে শনিবার রাতে।

ভাঙল রথ

■ বেঙ্গালুরু শহরের অদূরে ঐতিহাসিক মাদ্দুরাম্মা মন্দিরে চলছিল বাৎসরিক উৎসব। সেই উৎসবের মাঝেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল ১০০ ফুট উঁচু একটি রথ। শনিবার দুপুরে পারাপ্পানা অগ্রহারের রায়সান্দ্রায় ঘটনাটি ঘটেছে। রথের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ২৪ বছর বয়সি এক যুবকের। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও চারজন।

ধর্ষণে হেপাজতে

■ হাথরসে দুই শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের ঘটনায় পুলিশি এনকাউন্টার। পুলিশের গুলিতে জখম মূল অভিযুক্ত। প্রায় তিন ঘণ্টার অভিযানের পর, বর্তমানে পুলিশ হেপাজতে অভিযুক্ত। স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁর।

শোকজ শিক্ষক

■ পড়ুয়াদের ট্যাব কাণ্ডে এবার পূর্ব বর্ধমানে দু'জন ও মুর্শিদাবাদের একজন শিক্ষককে শোকজ। তিনজনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরুর নির্দেশ স্কুলশিক্ষা দপ্তরের। তদন্তের প্রক্রিয়া শুরু করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

কনকনে বিলেতে আজ কর্মসূচি শুরু মুখ্যমন্ত্রীর

—সৌজন্যে ফেসবুক

লন্ডন, ২৩ মার্চ: লন্ডনে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছন তখন মেঘলা আকাশ। ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছিল। সঙ্গে কনকনে হাওয়া। শহরের তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তারই মাঝে দুবাই হয়ে লন্ডনে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার দুপুর ভারতীয় সময় সাড়ে ১২টা নাগাদ সেখানে পৌঁছন তিনি। সপ্তাহখানেকের এই সফরে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। রবিবার মমতার কোনও সরকারি কর্মসূচি নেই। ফলে হাইড পার্কের কাছে তাঁর সেন্ট জেমস কোর্ট হোটেলেই থাকার কথা। মমতা যে হোটেলে থাকছেন, তা বাকিংহাম প্যালেস থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে। এর আগেও লন্ডনে এই হোটেলেই থেকেছেন মমতা। হাঁটতে গিয়েছেন কাছের পার্কে।

সোমবার থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে। সোমবার ভারতীয় হাইকমিশনের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। মঙ্গলবার রয়েছে বাণিজ্য সম্মেলন। বুধবার সরকারি স্তরে বাণিজ্য-বৈঠক। সেই বৈঠকের আগে আরও কয়েক জন ভারতীয় শিল্পপতিও লন্ডনে গিয়ে পৌঁছবেন। আগামী বৃহস্পতিবার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। বিষয় সামাজিক উন্নয়ন। ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও একটি বৈঠক করার কথা তাঁর। ছ'দিনের সফরে ব্রিটেন পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী সেই হিথরো বিমানবন্দরেই নামেন, যা বিপর্যয় কাটিয়ে শনিবারই ছন্দে ফিরেছে। যে বিপর্যয়ের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সফর শুরুর সময় প্রায় ১২ ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে স্থির হয়েছিল, গত ২২ মার্চ অর্থাৎ শনিবার সকালে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু আগুন লেগে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে শুক্রবার হিথরো বিমানবন্দরের পরিষেবা পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় পিছিয়ে দিতে হয় মুখ্যমন্ত্রীর বিমানের সময়ও। বিদ্যুৎবিভ্রাটের জেরে শুক্রবার ১৮ ঘণ্টা বিমান ওঠানামা করেনি ব্রিটেনের ব্যস্ততম বিমানবন্দরে। মমতার সফর নিয়ে উৎকণ্ঠাও তৈরি হয়েছিল প্রশাসনিক মহলে। যদিও মমতা গোড়া থেকেই বলেছিলেন, তিনি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে লন্ডনে পৌঁছবেন। হলও সেটাই। অবশেষে শনিবার রাত ৮টা নাগাদ কলকাতা থেকে দুবাই পাড়ি দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সেখান থেকে ভারতীয় সময় রবিবার ভোর ৪টে ৪৮ মিনিট নাগাদ লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেয় মুখ্যমন্ত্রীর বিমান। রবিবার দুপুর সাড়ে ভারতীয় সময় ১২টা নাগাদ পৌঁছন তিনি। তখন লন্ডনে মেঘলা আকাশ। মাঝেমধ্যেই বৃষ্টি পড়ছিল। কনকনে ঠান্ডায় তাপমাত্রা কমে দাঁড়ায় ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এই সফরে তাঁর সঙ্গী মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, শিল্পসচিব বন্দনা যাদব, মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা প্রধান পীযূষ পাণ্ডে এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সচিব গৌতম সান্যাল। কলকাতা থেকে একই উড়ানে এসেছিলেন শিল্পপতি সত্যম রায়চৌধুরী এবং উমেশ চৌধুরী। মমতার সঙ্গে এসেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুবাই থেকে যোগ দেন শিল্পপতি উজ্জ্বল সিন্‌হা এবং মেহুল মোহানকা। শুক্রবার তিনি লন্ডন থেকে দুবাই হয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবেন।

টাকার উৎস সন্ধানে তিন বিচারপতির সুপ্রিম কমিটি

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ: দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বার্মার বাংলোয় হিসাব-বহির্ভূত টাকা উদ্ধারের ঘটনায় হস্তক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। ওই বিচারপতির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তে এবার তিন বিচারপতির কমিটি গঠন করলেন দেশের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না। এই কমিটিতে রয়েছেন পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শীল নাগু, হিমাচলপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জিএস সান্ধাওয়ালিয়া এবং কর্নাটক হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অনু শিবরমন।

দোলের ছুটি চলাকালীন বিচারপতি বার্মার বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে হিসাব-বহির্ভূত টাকা উদ্ধার করা হয় বলে অভিযোগ। বিচারপতির সরকারি বাংলোয় আগুন লেগে গিয়েছিল। তাঁর পরিবারের সদস্যরাই দমকল ডেকেছিলেন। দমকলের কর্মীরা বাড়িতে 'টাকার পাহাড়' দেখতে পান। ওই সময়ে বিচারপতি বার্মা শহরে ছিলেন না। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি খন্নার নেতৃত্বে কলেজিয়াম আলোচনায় বসে। বিষয়টি নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে রিপোর্টও তলব করা হয়। প্রসঙ্গত, এই ঘটনায় দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখবে শীর্ষ আদালত।

এবার বিচারপতি বার্মার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠন করে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। যতদিন পর্যন্ত বিষয়টি নিষ্পত্তি না হচ্ছে, ততদিন বিচারপতি বার্মাকে বিচারপ্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

আপাতত স্থগিত ব্যাঙ্ক ধর্মঘট সোম-মঙ্গলবার খোলা সব শাখা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার ও মঙ্গলবার বন্ধ থাকবে না দেশের কোনও ব্যাঙ্ক। ইউনিয়নের ধর্মঘটের ডাক আপাতত স্থগিত। শুক্রবার মুম্বইয়ে শ্রম কমিশনারের দফতরে দীর্ঘ আলোচনার পর ইউনাইটেড ফোরাম অব ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। পাঁচ দিনের ব্যাঙ্কিং সহ একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছিলেন ব্যাঙ্ক কর্মীদের সংগঠনগুলি। কর্মী নিয়োগ, পেনশন সংশোধন, প্লাই-সহ একাধিক ইস্যুতে চলতি সপ্তাহে দুই দিনের ধর্মঘটের কথা ঘোষণা করেছিল তারা। তবে শুক্রবারের বৈঠকে আলোচনায় আশার আলো দেখায় পিছু হটেছে

এরপর দুয়ের পাতায়

কাতারে ধৃত ভারতীয় যুবক মোদির দপ্তরের দ্বারস্থ পরিবার

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ: কাতারে গত তিন মাস ধরে অমিত গুপ্ত নামে এক ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী আটক রয়েছেন। গুজরাতের বাসিন্দা অমিতের পরিবারের দাবি, বিনা অভিযোগে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের দ্বারস্থ হয়েছেন অমিতের বাবা-মা। যোগাযোগ করেছেন বিদেশ মন্ত্রক এবং কাতারে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গেও।

অমিতের বাবা-মা থাকেন গুজরাতের ভাদোদরায়। পেশায় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী অমিত এক বহুজাতিক সংস্থায় কাজ করেন। ২০১৩ সাল থেকে তিনি কাতারেই রয়েছেন। পরিবারের দাবি, গত ১ জানুয়ারি কোনও অভিযোগ ছাড়াই অমিতকে আটক করে সে দেশের প্রশাসন। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত হেপাজতেই রয়েছেন তিনি। অমিতের বাবা-মা ইতিমধ্যে বডোদরার সাংসদ হেমঙ্গ জোশির সঙ্গেও এ বিষয়ে যোগাযোগ করেছেন। তাঁদের দাবি, গত ১ জানুয়ারি কাতারের এক রেস্তরাঁয় খেতে গিয়েছিলেন অমিত। সেখানেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কী কারণে ওই তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা সে দেশের প্রশাসন স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেনি বলে দাবি অমিতের বাবা-মায়ের। অমিতের স্ত্রী-ও কাতারেই থাকেন। ধৃত তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর বাবা জানান, অমিতের স্ত্রী কাতারে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করেছেন। সূত্রের খবর, ভারতীয় দূতাবাস ইতিমধ্যে এই বিষয়ে সহযোগিতা শুরু করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কেন্দ্রের এক আধিকারিক সংবাদমাধ্যমকে জানান, ওই ব্যক্তির আটক হওয়ার বিষয়টি কাতারে ভারতীয় দূতাবাসের নজরে রয়েছে। দূতাবাস থেকে ওই তরুণের পরিবারকে সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে ওই সূত্র। ওই প্রতিবেদন অনুসারে, কেন্দ্রের আধিকারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি মামলার তদন্ত সংক্রান্ত বিষয়ে আটক করা হয়েছে ওই তরুণকে। তবে ওই মামলার বিষয়ে বিশদে কিছু জানা যায়নি।

মাটির নীচে মিথেন ফাঁদ, ধসের মুখে বেলগাছিয়া; হুঁশিয়ারি বিশেষজ্ঞদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ায় বিপদের মেঘ ক্রমশ ঘনাচ্ছে। বেলগাছিয়ার ভাগাড় বিপর্যয় ঘিরে এক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে মাটির ধসের আশঙ্কা। ভূবিজ্ঞানীদের সতর্কবার্তা; ভাগাড়ে বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা আবর্জনার পাহাড়ে পচে তৈরি হয়েছে বিপুল পরিমাণ মিথেন গ্যাস। সেই গ্যাস জমে মাটির তলদেশ ফাঁপা হয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণে না আনলে বড়সড় বিপর্যয় যে অনিবার্য, সে কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞদের সাফ হুঁশিয়ারি; অবিলম্বে ভাগাড় বন্ধ এবং মাটির তলা থেকে মিথেন নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না নিলে গোটা এলাকা জুড়ে ধস নেমে আসবে। আইন উপেক্ষার প্রশ্ন

প্রশ্ন তুলছেন পরিবেশবিদরা; পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্ত নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করে কী ভাবে এত বছর ধরে ভাগাড়ে জৈব ও অজৈব আবর্জনা একসঙ্গে স্তূপীকৃত হল? প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে এত বড় গাফিলতি এতদিন চলল কী করে? সেই প্রশ্নের উত্তর আজও অধরা।

মাটির তলায় জমা বিপদ

শনিবার বিকেল থেকে নতুন সংকট দেখা দিয়েছে; মাটির তলায় জমছে বিপজ্জনক মিথেন গ্যাস। ভূবিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, ভাগাড়ে স্তূপ হয়ে থাকা আবর্জনা ও পশুপাখির মৃতদেহ পচে মিথেন তৈরি হয়েছে। মাটি এত বছর ধরে সেই তরল বর্জ্য শোষণ করে শক্তি হারিয়েছে। ফলে মাটির ভিত ফাঁপা। সেই ফাঁপা জায়গায় জমছে গ্যাস। অতিরিক্ত বিপদ বাড়াচ্ছে গঙ্গা। ভাগাড় সংলগ্ন এলাকায় গঙ্গার জল মাটির তলায় মিশে গ্যাসের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করছে। তাতে আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে মাটির ভিত। ভূবিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, যে কোনও সময় এক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে মাটির ধস নামতে পারে।

আতঙ্কে দিন কাটছে হাওড়াবাসীর

জল নেই, বিদ্যুৎ নেই। রাস্তায় ফাটল, বাড়ির দেয়ালে ফাটল। আতঙ্কে দিন গুনছেন হাওড়াবাসী। এই পরিস্থিতিতে বারবার সতর্ক করে চলেছেন বিশেষজ্ঞরা। ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, এয়ার

ভাগাড় বন্ধের দাবি বিজ্ঞানীদের

অ্যান্ড ওয়াটারের সভাপতি সাধনকুমার ঘোষ রবিবার বেলগাছিয়া ভাগাড় পরিদর্শন করে স্পষ্ট জানিয়েছেন; অবিলম্বে ভাগাড় বন্ধ না করলে সামনে বড় বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ এলাকা পরিদর্শনের পরে সাধনবাবু বলেন, 'এলাকার মাটির সহনক্ষমতা শেষ। ভাগাড় বন্ধ না করলে এক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ধস নামা শুধুই সময়ের অপেক্ষা।'

দোষারোপের খেলায় পিষ্ট হাওড়াবাসী

একদিকে পানীয় জলের আকাল, অন্যদিকে ফাটল ধরা বাড়িতে রাত কাটানোর ভয়। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন, ভাগাড়ের পচা আবর্জনার দুর্গন্ধে ভারী হাওড়ার বাতাস। এই অবস্থায় পর্দার আড়ালে চলছে দোষ চাপানোর পালা। এক পক্ষ অন্য পক্ষের দিকে আঙুল তুলছে, অথচ সমাধান অধরাই। প্রশ্ন উঠছে; এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝেই কি বেলগাছিয়ার মানুষের সমস্যার সমাধান হবে?

নজরদারির অভাবে বিপর্যয়?

শুক্রবার ভাগাড়ে পাইপলাইন মেরামতির সময় আচমকা ধস। নতুন করে ফাটল ধরে দেয়ালে। লিলুয়া থেকে শিবপুর, সি রোড থেকে বি রোড;উত্তর হাওড়া কার্যত জলশূন্য। ভাগাড়ের ভারে আশপাশের বহু বাড়িতেও দেখা দিয়েছে ফাটল।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভাগাড়ে দীর্ঘদিন কোনও নজরদারি ছিল না। এক সময় ভাগাড়ের মধ্যে গ্যাস নিষ্কাশনের পাইপলাইন থাকলেও তা আজ অবহেলায় চাপা পড়ে গেছে। প্রশাসনের নজর এড়িয়ে আবর্জনার পাহাড় এতটাই ভারী হয়েছে যে মাটি তা আর ধারণ করতে পারছে না।

দোষ কার?

উত্তর হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরী সরাসরি পৌর প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, কেএমডিএর নতুন পাইপলাইনের মাত্র ৭০ মিটার কাজ বাকি ছিল। সেই কাজ শেষ হলেই আজকের জলকষ্ট হত না। মানুষ অকারণে ভুগছেন।

কিন্তু এখানেই উঠছে প্রশ্ন। গৌতমবাবু নিজেই একাধারে বিধায়ক, আবার পৌরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য। ২০১৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন জঞ্জাল বিভাগের মেয়র-পরিষদ সদস্য। তাঁর অভিযোগ কি তবে নিজের দায় এড়ানোর চেষ্টা?

হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান সুজয় চক্রবর্তীর প্রতিক্রিয়া, 'উনি নিজেও পুরসভার দায়িত্বে রয়েছেন। বেনারস রোড সারানোর সময় ৭০ মিটার পাইপলাইন জুড়ে দেওয়া যেত।' বিরোধী শিবিরও কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই বলেন, 'বিশ্ব জল দিবসে উত্তর হাওড়ার মানুষকে জলের জন্য লাইনে দাঁড় করানো হল। এটাই শাসক দলের চরম ব্যর্থতা। কাটমানির ভাগাভাগি করে নিজেদের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন।'

আশ্বাস কতটা কার্যকর?

শনিবার ভাগাড় এলাকা পরিদর্শনে এসে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, 'এটা বড় বিপর্যয়। সরকার সহানুভূতিশীল। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে ভাগাড় সরানোর পরিকল্পনা করা হবে। আপাতত ক্ষতিগ্রস্তদের নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে।' কিন্তু প্রতিশ্রুতি মিললেও সাধারণ মানুষের আতঙ্ক মেটেনি। রক্ষণাবেক্ষণ ও নজরদারির দীর্ঘকালীন শৈথিল্যের জবাবদিহি কোথায়, সেই প্রশ্নও থেকে যাচ্ছে।

বাসিন্দাদের ক্ষোভ, ভাগাড় অবিলম্বে বন্ধ হোক

বাসিন্দারা পরিষ্কার জানিয়েছেন, ভাগাড়ে আর ময়লা ঢুকতে দেওয়া চলবে না। শনিবার বিকেলে জেলা শাসক, পুলিশ কমিশনার ও পুরসভার আধিকারিকেরা এলাকা ঘুরে দেখে যাওয়ার পরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। অভিযোগ, প্রশাসনের তৎপরতা দেখানোর মাঝেও ভাগাড়ে এখনও ময়লার গাড়ি ঢুকছে।

তাঁদের দাবি, ভাগাড়ে পাহাড়সম হয়ে ওঠা ময়লা অবিলম্বে সরাতে হবে। তা না হলে আগামী ধস তাঁদের দিকেই আসবে। প্রশাসন যদি ব্যবস্থা না নেয়, এবার নিজেরাই ময়লার গাড়ি আটকাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রশাসনের নজর সত্যিই এবার ঘুরবে তো? নাকি বরাবরের মতোই সব চাপা পড়ে থাকবে ভাগাড়ের আবর্জনার স্তূপের তলায়? উত্তর খুঁজছে উত্তর হাওড়া।

আপাতত স্থগিত ব্যাঙ্ক ধর্মঘট সোম-মঙ্গলবার খোলা সব শাখা

প্রথম পাতার পর

ইউএফবিইউ। ফলে ২৪ ও ২৫ মার্চ ব্যাঙ্ক পরিষেবা বজায় থাকবে। শ্রম কমিশনারের তত্ত্বাবধানে হওয়া ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কস অ্যাসোসিয়েশন এবং অর্থ মন্ত্রকের অধীন ডিপার্টমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর প্রতিনিধিরা। ভিডিয়ো কনফারেন্সে যুক্ত হন-এর যুগ্ম সচিবও। সূত্রের খবর, পাঁচ দিনের ব্যাঙ্কিংয়ের দাবি-সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে অর্থমন্ত্রী এবং ডিএফএস সচিব ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন। কেন্দ্রীয় শ্রম কমিশনারও দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। ইউএফবিইউ জানিয়েছে, আগামী এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে ফের এই নিয়ে বৈঠক হওয়ার কথা। দাবি পূরণের অগ্রগতি না হলে তখন ফের ধর্মঘটের দিকে যেতে পারে সংগঠন। প্রাক্তন ডেপুটি চিফ সেক্রেটারি, এসবিআইএসএ-র মুখপাত্র অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'পাঁচ দিনের ব্যাঙ্কিং ও অন্যান্য দাবিতে ইতিবাচক বার্তা পেয়েছি। তাই আপাতত ধর্মঘট স্থগিত। তবে দাবি মানা না হলে ফের আন্দোলনে নামব।' এর আগে একাধিকবার কেন্দ্রের তরফে আলোচনা হলেও দাবি পূরণের স্পষ্ট আশ্বাস মেলেনি বলে অভিযোগ করেছিল ইউনিয়ন। তবে এ বারের বৈঠকে কিছুটা হলেও বরফ গলেছে বলে মনে করছে কর্মী মহল।

রাম নবমীর প্রচারেও রাশ টানছে পুলিশ, ক্ষোভ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঘিরে পুলিশের ভূমিকায় ফের তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার এক দীর্ঘ সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে প্রশ্ন তুলে তিনি লেখেন, 'ধর্ম যার তার, উৎসব সবার, এ কথা বাংলায় এখন আর খাটে না। বরং, ধর্ম যার, রক্ষা করার দায়িত্বও তার।' শুভেন্দু অধিকারী তাঁর পোস্টে সাম্প্রতিক তিনটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। প্রথমেই উঠে এসেছে কোচবিহারের ঘটনা। শুভেন্দুর দাবি, সেখানকার একটি কীর্তন চলাকালীন পুলিশ মাইক বন্ধ করে দেয়। প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, 'বাংলা ভাষায় কীর্তনের আওয়াজে সমস্যা, অথচ অন্য ভাষায় প্রতিনিয়ত মাইকের আওয়াজে কোনও আপত্তি নেই!' এরপর সরাসরি আক্রমণ শানিয়েছেন কলকাতার দিকে। তাঁর অভিযোগ, মহানগরীতে আসন্ন রাম নবমী উপলক্ষে আয়োজকদের প্রচারে বাধা দিচ্ছে পুলিশ। তিনি লিখেছেন, 'আয়োজক কমিটির কয়েকজন সদস্য যখন প্রচারে নেমেছিলেন, তখনই পুলিশ তাদের থামিয়ে দেয়। কলকাতা এখন যেন পশ্চিম বাংলাদেশের রাজধানী হয়ে উঠেছে! শাসক পারলে রাম নামও নিষিদ্ধ করে দেয়।' সবচেয়ে তীব্র সুরে স্মরণ করিয়েছেন হাওড়ার শ্যামপুরের ঘটনা। কয়েক মাস আগে দুর্গাপুজোর সময় সেখানে মা দুর্গার মূর্তি ভাঙচুর করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। শুভেন্দুর প্রশ্ন, 'আজও ওই ঘটনায় প্রশাসন কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। অথচ, শ্রী রাম নবমী উপলক্ষে আয়োজকদের ২০০০-২৫০০ জনের বেশি লোক জড়ো না করার নির্দেশ দিচ্ছে পুলিশ! এটা কি সরাসরি নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকারের উপর আঘাত নয়?' সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮ অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে তিনি লেখেন, 'কারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন, সেই সিদ্ধান্ত পুলিশের হতে পারে না।' পোস্টের শেষে রাজ্য সরকারের উদ্দেশে তাঁর তোপ, 'বঙ্গে সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর প্রতিনিয়ত আঘাত চলছে। মমতার পুলিশ সেই কাজেই সক্রিয়।' এছাড়া প্রশাসনের উর্দিধারী আধিকারিকদেরও একহাত নিয়েছেন শুভেন্দু। কটাক্ষ করে বলেছেন, 'সামান্য বেতনের জন্য ও খুব বেশি হলে বদলি এড়ানোর জন্যে যারা নিজেদের সম্প্রদায়ের ওপর নির্দয়তা করছেন তাদের ভুলও একদিন ভাঙবে যেদিন নিজেরা ও নিজেদের পরিবারের লোকেরা আক্রান্ত হবে।'

রাজ্যে মাছের চারা বিলির কাজ হবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে: রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে শক্তিশালী করে তুলতে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে রাজ্য সরকার এবার রাজ্যজুড়ে মাছের চারা বিলির কাজ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চলতি বছরে হাওড়া, হুগলি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর সহ রাজ্যের ২১ টি জেলার ৬১ হাজার ৭৫০ জনকে রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের পোনা দেবে মৎস্য দপ্তর। পঞ্চায়েত দপ্তরের অধীন আনন্দধারা প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫০০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে এই চারা বিলি করা হবে বলে দফতর সূত্রে জানা গেছে।

দয়া করবেন, উলটে দেব আমরা হলদিয়া সভায় মন্তব্য শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হলদিয়া: হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডল দলবদল করে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিতেই তাঁর বিধানসভা এলাকায় সভা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এ দিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, '২ মে ২০২১ আমি ভোটে জেতার সার্টিফিকেট নিতে এসেছি। সেই সময় ওরা পাথর ছোড়ে। চোখের সামনে এদের আচরণ দেখেছি। এরা যা খুশি করবে আর আমাদের মানতে হবে?' শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, 'আমরা হাইকোর্টকে রেসপেক্ট দিয়ে যাব। সব জানি খেলা কী হয়। যার কথা (তাপসী) বলছেন, তিনি বাইরে বলছেন তৃণমূল। আর বিধানসভার ভেতরে বলছেন আমি বিজেপি। আরে হলদিয়ার অনেক লোক বরং ওদের যাঁরা আছে আমায় ফোনে বলছে শুধু টিকিট দিতে দেন পিসিকে। আর কিছু লাগবে না। আর আমাদের শুধু বলছে, আমরা যেন ভূমিপুত্র বা ভূমিকন্যা দিই। ওদের নেতারা বলেছেন। আমাকে অসংখ্য ফোন করে। হোয়াটস অ্যাপ কল করেন। যাতে পুলিশ জানতে না পারে। এগুলো পুলিশ যোগাযোগ করায়। দুর্গাচকের ওসি। এসপি সৌম্যদীপ। আমরা সব জানি। আসানসোলে বাড়ি আপনার। বয়স কম। বিজেপি আসবে। ২৫ বছর আমাদের আন্ডারে থাকতে হবে। আপনাদের সিনিয়র এম রমেশবাবু। এদের পরিণতি কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করবেন।'তিনি বলেন, 'কোনও সনাতনী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিতে পারে না, পারে না, পারে না, সরস্বতী পুজো, মহকুম্ভকে মৃত্যু কুম্ভ বলার পর কেউ ভোট দেবে না। মানুষ প্রস্তুত এই রাজ্য মোদিজির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। ঝাঁটা গেছে একেও ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। আমরা পুরো সাংগঠনিক জেলা ডাকিনি। আজ প্রচুর মানুষ এসেছেন। সবাই একাট্টা হয়েছেন। মহারাষ্ট্রে ২০১৯-এ ভোট পড়েছে ৬১ শতাংশ। এবার পড়েছে ৬৬ শতাংশ। দিল্লিতে ১০ শতাংশ লোক বাড়তি বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। তাতেই ঝাঁটা সাফ।'

তিনি বলেন,' শুধু বাড়ি থেকে বেরবেন। তারপর কী করতে হয় আপনারা জানেন। আমার বলার দরকার নেই। ওরা কত? ২ কোটি? শুধু ডায়মন্ড হারবারেই ১০ লক্ষ ছাপ্পা আছে। কেশপুরেও ছাপ্পা আছে। এখানেও আছে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে ছাপ্পা আছে। এখানে অভিজিৎবাবুকে ঢুকতে দেয়নি একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক। কত ছাপ্পা হয়েছে। মাত্র ২১ লক্ষের খেলা। তাও যদি সনাতনীরা পাঁচ শতাংশ ভোট দেয় সিপিএম লড়ছে পারছে না। ৮৪ হাজার ভোট সায়ন পেয়েছে। ৮৩ হাজার হিন্দু ভোট। ওরা ভোট দিতে দেয় না। ৩০ শতাংশ হিন্দু। ৬৫ শতাংশ হিন্দু ভোট দিতে যায়। একটু দয়া করবেন উলটে দেব আমরা।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৪ শে মার্চ। ১০ ই চৈত্র, দশমী তিথি। সোম বার। কৃষ্ণ দশমী তিথী। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখ বর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা । ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যাটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন । বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

আমি সরোজিত সর্দার পিতা মাদার সর্দার সাং পশ্চিম ইছাপুর পোষ্ট শক্তিনগর কোতয়ালী নদীয়া R.S. 20839 LR 16061 J.L ও মৌজা নং 92 চারকাঠা জমি আদিবাসী সম্প্রদায় কে বিক্রয় করিব।

নাম-পদবী

আমি রীনা মন্ডল ১৮/০৩/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Rina Mondal ও Rinku Mandal উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম আমার আসল নাম রীনা মন্ডল।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী সুশান্ত সান্যাল ২)শ্রী সুমন্ত সান্যাল** উভয়ের পিতা ৺সরোজ কুমার সান্যাল উভয়ের সাকিম বাগাটী, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮ মহাশয়গণ বিগত ইং ২৩/১১/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-7180/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী জগন্নাথ দত্ত** পিতা তারক দত্ত সাকিম জয়পুর প্রফেসর পাড়া, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমার মক্কেল উক্ত আমমোক্তারনামা বলে বিগত ইং ১৮/০৬/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-6392/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী উত্তম কুমার পাইক** পিতা শ্রী সুনীল চন্দ্র পাইক ও **২) শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা পাইক** স্বামী শ্রী উত্তম কুমার পাইক উভয়ের সাকিম কুন্ডুপাড়া, পলাশী, আমডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগণা-৭৪৩১৯৫ মহাশয়/মহাশয়াগণকে ১ কাঠা ১৪ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। তপশীল – জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা মিনাজপুর, জে.এল. নং ৪২, সাবেক ২২৭ তথা হাল এল. আর ১৬৮ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৭৮ নং দাগে শুনা জমি ১১ শতকের মধ্যে ৯ শতক তন্মধ্যে ১ কাঠা ১৪ ছটাক বা কমবেশী ৩.১০ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে অত্র দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী উত্তম কুমার পাইক** পিতা শ্রী সুনীল চন্দ্র পাইক ও **২) শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা পাইক** স্বামী শ্রী উত্তম কুমার পাইক মহাশয়/মহাশয়াগণ তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

রামনবমীর শোভাযাত্রায় ডিজে বাজবে, হুঁশিয়ারি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'রামনবমীর শোভাযাত্রায় ডিজে বাজবে এবং হাতে অস্ত্রও থাকবে।' রবিবার সন্ধেয় টিটাগড় কে পি ফার্মেসি মোড়ে সৃষ্টি আয়োজিত হোলি মিলন উৎসবে হাজির হয়ে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বলেন, 'বামআমলে কম অত্যাচার হয়নি। কিন্তু তৎকালীন সময়ে ঠাকুরের মূর্তি ভাঙা হত না। কিন্তু তৃণমূল জমানায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সনাতনীদের ওপর আঘাত করা হচ্ছে এবং মূর্তি ভাঙা হচ্ছে।' এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'থানায় মিটিং করে বলা হচ্ছে, রামনবমীর শোভাযাত্রায় ডিজে বাজানো যাবে না। অস্ত্র বের করা যাবে না। রামনবমীর মিছিলে ডিজে বাজবে এবং অস্ত্রও বেরোবে।' তাঁর দাবি, বাংলাদেশে সনাতনীদের ওপর লাগাতার অত্যাচার করা হচ্ছে। বাংলাতেও সনাতনীদের ওপর আঘাত করা হচ্ছে। হোলি মিলন উৎসবে হাজির ছিলেন সৃষ্টির কর্ণধার চন্দ্রমণি শুক্লা, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, প্রাক্তন কাউন্সিলর ওমপ্রকাশ গোন্ড, কুন্দন সিং প্রমুখ।

গঙ্গায় স্নানে নেমে তলিয়ে গেল যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন: গঙ্গার বুকে ফের মর্মান্তিক দৃশ্য। হাওড়া জেলার সালকিয়া বাঁধা ঘাটে শনিবার বিকেলে স্নান করতে নেমে জোয়ারের টানে তলিয়ে গেলেন এক যুবক। স্থানীয়দের তৎপরতায় দু'জনকে উদ্ধার করা গেলেও, নদীর স্রোতে হারিয়ে গেলেন এক যুবক। এখনও পর্যন্ত তাঁর সন্ধান মেলেনি। নদীর পারে উদ্বেগ, আতঙ্ক, আর নিখোঁজ যুবকের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেলুড় থানা এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ রেহান, আশিক খান এবং ফিরোজ খান শনিবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ গঙ্গায় স্নান করতে আসেন সালকিয়ার বাঁধা ঘাটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, তখন নদীর স্রোত ছিল তুলনামূলক শান্ত। তিন যুবক নদীতে বেশ কিছুটা নেমে পড়েন। আচমকা গঙ্গায় জোয়ারের জল ঢুকে পড়ে। স্রোতের গতি বেড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে দেখা যায়, তিনজনেই তলিয়ে যাচ্ছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা তখন কোনওরকমে মহম্মদ রেহান ও আশিক খানকে টেনে তোলেন। কিন্তু ফিরোজ খানকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। চারপাশে ছুটোছুটি পড়ে যায়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসে মালিপাঁচঘরা থানার পুলিশ। পৌঁছে যায় রিভার ট্রাফিক পুলিশের বিশেষ দল। তৎপরতা শুরু হয় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরেরও। একাধিক নৌকা নামিয়ে, গঙ্গার বিভিন্ন অংশে সন্ধান চালানো হয়। কিন্তু রাত গড়িয়ে গেলেও ফিরোজের খোঁজ মেলেনি। নিখোঁজ ফিরোজ খানের বাড়ি বেলুড়েই। পরিবারের সদস্যরা খবর পেয়ে ছুটে আসেন বাঁধা ঘাটে। তাঁদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে নদীপাড়ের বাতাস। চোখের সামনে ছেলেকে হারিয়ে স্তব্ধ বাবা-মা, অশ্রুসিক্ত পরিজনেরা বারবার একটাই অনুরোধ করছেন কোনওভাবে যেন ফিরোজের খোঁজ মেলে। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, বাঁধা ঘাট এলাকায় এমন দুর্ঘটনা নতুন নয়। প্রতি বর্ষাকাল এবং পূর্ণিমার সময় নদীতে হঠাৎ জল বাড়ে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্কতা জারি করা হলেও, অনেক সময় নদীর চরিত্র আন্দাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এদিনও সেই অনিশ্চয়তা মরণফাঁদ হয়ে এল এক যুবকের জীবনে। রবিবার সকালেও আবার ডুবুরি নামিয়ে খোঁজ চালানো হয়।

হাওড়া ডাম্পিং সাইটের চাপ বায়ো মাইনিং নিয়ে আলোচনায় প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার ডাম্পিং সাইটের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্রিয় হল জেলা প্রশাসন। অতিরিক্ত বর্জ্যের কারণে সাইটের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং তার ফলে তৈরি হওয়া চাপ কমাতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। জেলা শাসক ডা. পি. দীপাপ প্রিয়া, আই.এ.এস-এর নেতৃত্বে সম্প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ দল, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শীর্ষ আধিকারিক, কেএমডিএ এবং স্থানীয় বিধায়ক। পাইলিং করে চাপ মুক্তির পথে প্রশাসন, আগামীকাল থেকেই কাজ শুরু। বিশেষজ্ঞদের মতে, ডাম্পিং সাইটের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে নিচের স্তরে অতিরিক্ত চাপ (প্রেসার) তৈরি হয়েছে। সেই চাপ কমানোর জন্য অস্থায়ীভাবে ২-৩টি পয়েন্টে পাইলিং করে প্রেসার রিলিজের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, আগামীকাল থেকেই কেএমডিএ পাইলিং-এর কাজ শুরু করবে। মূলত, মাটির গভীরে নির্দিষ্ট স্থানে ফাঁকা জায়গা তৈরি করে চাপ সরিয়ে নেওয়া হবে। পাশাপাশি, সাইটের আশপাশে থাকা বসত বাড়িগুলি যাতে কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার জন্য ওই বাড়িগুলি স্থানান্তরের বিষয়েও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বায়ো মাইনিং-এর গতি বাড়াতে জোর, ফ্রেশ ওয়েস্টের বিকল্প ব্যবস্থা খতিয়ে দেখছে কর্পোরেশন ডাম্পিং সাইটে আগে থেকেই জমে থাকা বর্জ্য দ্রুত সরানোর লক্ষ্যে বায়ো মাইনিং-এর কাজ আরও দ্রুততার সঙ্গে চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই কিছু অংশে উচ্চতা কমানো সম্ভব হলেও, বিশেষজ্ঞদের মত, একাধিক স্থানে এখনও অতিরিক্ত চাপ রয়ে গিয়েছে। ফ্রেশ ওয়েস্ট ফেলা বন্ধ করে বিকল্প জায়গা নির্ধারণের বিষয়েও আলোচনা চলছে। কর্পোরেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, থার্ড ফেজে এখনও কিছুটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে। তবে দীর্ঘমেয়াদী সমাধান হিসেবে অন্য কোনও উপযুক্ত স্থান চিহ্নিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি, হাউস-হাউস এগ্রিগেশন প্রক্রিয়া কীভাবে আরও কার্যকরী করা যায়, সেই পরিকল্পনাও আলোচনায় উঠে এসেছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়, এখনও পরিকল্পনার স্তরেই প্রশাসন। বৈঠকে থাকা প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্তা জানান, 'এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে পরিকল্পনার স্তরে আলোচনা চলছে। ডাম্পিং সাইটের অতিরিক্ত চাপ কমানো এবং ফ্রেশ ওয়েস্টের জন্য সঠিক বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য।' প্রশাসনের এই পদক্ষেপ কার্যকর হলে ডাম্পিং সাইট ঘিরে বর্তমান সমস্যাগুলি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। পাশাপাশি, স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা ও স্বস্তি বজায় রাখার দিকেও কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের আত্মনির্ভর করতে ঋণ দেবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেন: খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের আত্মনির্ভর করে তুলতে এবার তাদের ঋণ দেওয়া হবে। উদ্যানপালন দপ্তরের তরফ থেকে এই প্রথম এ ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ফরমালাইজেশন অব মাইক্রো ফুড প্রসেসিং এন্টারপ্রাইজ নামক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মাধ্যমে একজন মহিলা সর্বাধিক ৪০ হাজার টাকা বীজ মূলধন বা সিড ক্যাপিটাল হিসেবে ঋণ পাবেন। এজন্য তাদের নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় আবেদন করতে হবে। প্রথমে আবেদনকারীকে নিজের স্বনির্ভর দলের ও সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশনের অনুমোদন নিয়ে ব্লক স্তরের জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের পোর্টালে আবেদন করতে হবে। সেখান থেকে আবেদনপত্রটি অনুমোদনের জন্য পঞ্চায়েত দপ্তরের 'আনন্দধারা' বিভাগে পাঠানো হবে। সেখানে অনুমোদনের পরে আবেদনগুলিকে উদ্যানপালন দপ্তরকে পাঠানো হবে। এরপর যত আবেদন মঞ্জুর হবে, প্রকল্পটির মাধ্যমে সেই মতো আর্থিক অনুমোদন দেওয়া হবে ।

হাওড়ার আনন্দ দা'র চায়ের দোকান এক স্টপেজ, এক গল্প!

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

বাগনান-আমতা রুটে বাস বা অটো ধরলে কানে আসবে এক অদ্ভুত ডাক 'আনন্দদার চায়ের দোকান! নামবেন?' প্রথম শুনলে চমকে উঠবেন! চায়ের দোকান, আবার স্টপেজের নাম? হ্যাঁ, ঠিক শুনছেন। একজন চা বিক্রেতার নামে স্টপেজ রয়েছে। যাকে হাটুরিয়া উত্তরপাড়া মদিনা মসজিদের পাশ কাটিয়ে বহু বছর ধরে রুটের লোকজন চেনেন এই স্টপেজকে 'আনন্দদার চায়ের দোকান' নামে। বড় রাস্তার ধারে স্টপেজ। মাথার ওপর সাদা-কালো সাইনবোর্ড নেই, আধুনিক ডিজিটাল ঘড়ির নিচে নাম ঝলমল করছে না। কিন্তু বাস-অটোয় চড়লেই কানে আসবে পরিচিত ডাক 'আনন্দদার চায়ের দোকান! নামবেন?'

শুনে ঘাবড়ে যেতে পারেন, স্টপেজের নাম আবার চা-ওয়ালার নামে? হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। এই গল্পই তো বাংলার, এখানে মনীষী-রাজনীতিক ছাড়াও এক চা বিক্রেতার নামে দাঁড়ায় বাস-অটো-টোটো। স্থানীয় প্রবীণরা জানান, প্রায় ৬০ বছর আগে যখন এ পথ ঘেঁষে সেভাবে দোকানপাট ছিল না, তখন একাই দাঁড়িয়ে থাকতেন আনন্দদা, তার ছোট্ট চায়ের দোকান নিয়ে। দূর-দূরান্ত থেকে আসা বাসচালক, কন্ট্রাক্টর, যাত্রী সকলেই আনন্দদার দোকানে দাঁড়িয়ে চায়ের কাপ হাতে একটু জিরিয়ে নিতেন। ক্রমে বাসের ডাক থেকেই জন্ম নেয় এই নাম। বাগনান-আমতা রুটে পড়ে এই বিখ্যাত স্টপেজ। কাগজপত্রে নাম হাটুরিয়া উত্তরপাড়া মদিনা মসজিদ। কিন্তু এলাকার লোকজন, বাসের কন্ট্রাক্টর, এমনকি গুগল ম্যাপেও মানুষ খোঁজেন একটাই নাম আনন্দদার চায়ের দোকান। প্রায় ছয় দশক আগে, যখন এই রাস্তা নিস্তব্ধ, আশেপাশে দোকানপাটের তেমন নামগন্ধ নেই, তখন এক কোণে বসতেন আনন্দদা। একখানা কাঠের বেঞ্চি, কেতলি ভর্তি গরম জল, আর একটানা হাসিমুখ। দূরদূরান্ত থেকে আসা বাসচালক, যাত্রী, পাড়ার লোক, সবাই ক্লান্ত পা গুটিয়ে বসতেন আনন্দদার দোকানে। চা আর আড্ডায় জুড়িয়ে যেত পথের ক্লান্তি। আজও তাই দিঘা, তারকেশ্বর, শিবগঞ্জ, আমতা-বাগনান রুটের বাসগুলোতে কন্ট্রাক্টররা হাঁক দেন 'আনন্দদার চায়ের দোকান!' কাগজে-কলমে স্টপেজের নাম হাটুরিয়া উত্তরপাড়া হলেও, যাত্রীদের মুখে কেবল 'আনন্দদার দোকান'ই শোনা যায়। এক সময় চালকরা যাত্রীদের বলতে শুরু করেন 'আনন্দদার দোকানে নামবেন?' সেই ডাকে এতই আপন হয়ে ওঠে জায়গাটা যে আসল নাম চাপা পড়ে যায় কালের নিয়মে। স্থানীয় প্রবীণ আইয়ুব খান বলেন, 'ছোট থেকে শুনছি, ওই দোকানই স্টপেজ। বাস-অটোর লোকজনও আর আসল নাম বলে না, বলে আনন্দদার দোকান।' আনন্দদা আজ আর নেই। কিন্তু দোকানটা আছে, ঠিক সেই চেনা ভঙ্গিতে। কাঁধে কেটলি নিয়ে এখন বসেন তাঁর ভাইপো প্রফুল্ল রায়। তিনি বলেন, 'অনেকেই এখনও 'আনন্দদা আছেন?' বলে খোঁজ করেন। কোল্ড ড্রিঙ্কস কোম্পানি কাকার নামেই ব্যানার দিয়ে গেছে।' স্থানীয় বাসিন্দা আইয়ুব খান জানান, 'আমরা ছোট থেকেই শুনছি, আনন্দদার দোকান বললেই বুঝতে হবে ওই জায়গা। বাস-অটোর লোকজনও এই নামেই ডাকেন।' ফতেপুর থেকে বাগনান রুটে আট বছর ধরে অটো চালান। তিনি বললেন, 'আনন্দদার দোকান না বললে কেউ চিনবে না। আমরাও সেই নামেই হাঁকি। এখানে নতুন কেউ এলেও এই নামেই চিনে যান। এমনকি যাত্রীদের মুখে- মুখে শুধু 'আনন্দদার দোকান' নামটাই ঘুরে বেড়ায়।' আসলে এই নাম শুধু দোকান নয়, এক স্মৃতি, এক আপন জায়গা। আনন্দদার হাসিমুখ হয়তো নেই, কিন্তু প্রফুল্লবাবুর কেটলির ধোঁয়া আজও বলে যায় এক চা বিক্রেতার নামও স্টপেজ হতে পারে, যদি তাতে জড়িয়ে থাকে ছয় দশকের ইতিহাস। আসলে, একটা মানুষের আত্মার সঙ্গে একটা জায়গার কতটা গভীর সংযোগ গড়ে উঠতে পারে, তার জ্বলন্ত নিদর্শন এই আনন্দদার দোকান। আনন্দদা নেই, কিন্তু তাঁর হাতের সেই খাসা চায়ের ঘ্রাণ এখনও ছড়িয়ে আছে প্রফুল্ল বাবুর কেটলিতে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৪ মার্চ ২০২৫, ১০ চৈত্র, সোমবার

লাল-সাদা ইতিহাস ছেড়ে আকাশি প্রেম!

সিপিএম এখন 'ডিজিটাল বিপ্লবী', নাকি ভোটের 'ইনফ্লুয়েন্সার'?

নিজস্ব প্রতিবেদন: হায় রে বিপ্লব! একদিন যে লাল ঝাণ্ডার তলায় গলা ফাটাত, আজ তাদের আইডি কাভারে আকাশি রং দেখে বোঝা দায়। এটা সিপিএমের ফেসবুক, নাকি তৃণমূলের অফিসিয়াল পেজ! বামপন্থার শেষ চিহ্নও কি ফেসবুকের কভার ছবিতে ঠাঁই নিল? একসময় যাঁরা লাল পতাকায় রাজ্যের রাজপথ রাঙাতেন, আজ তাঁদের ডিজিটাল পোস্টারে আকাশি নীল! ইতিহাসের চাকা ঘুরছে, না দলটাই ঘুরপাক খাচ্ছে, তা বোঝা দায়। এপ্রিলের ব্রিগেড সমাবেশের আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাকগ্রাউন্ড বদলে ফেলেছে বঙ্গ সিপিএম। লাল নেই, আছে শুধুই আসমানী নীল! দলের চিরাচরিত প্রতীক কাস্তে-হাতুড়ির পেছনে এখন 'ব্লু স্কাই থিংকিং'! লাল-ঘামে তৈরি ইতিহাস যখন মুছে গিয়ে ডিজিটাল পোস্টারে নীল আকাশ আঁকা হয়, তখন বোঝাই যায় আদর্শ নয়, ভোট-ব্যাকরণটাই আসল! ২০ এপ্রিলের ব্রিগেড ডাক, অথচ ক্যাম্পাসে, পাড়ায় পাড়ায় স্লোগানের বদলে লাল-হীন নীল ব্যাকগ্রাউন্ডে কাস্তে-হাতুড়ি পোস্ট! একেই বোধহয় বলে 'আদর্শ রিফ্রেশিং, ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জিং, আন্দোলন ক্লিয়ারিং হোয়াইট-ওয়াশ!'

তৃণমূল নেতাদের সুর কটাক্ষে চড়া। দেবাংশুর খোঁচা, 'আজ নীল রঙে মিশে গেছে লাল...ফেসবুকে! মাঠে আর কোথাও দেখা নেই!' রীতিমতো 'ব্র্যান্ড' ম্যানেজমেন্টে ব্যস্ত সিপিএম আসল সমস্যা? লোকসভায় ২ শতাংশ ভোট, মাঠে পাড়ায় প্রজন্মের মুখে প্রশ্ন, 'আচ্ছা, সিপিএম মানে কি মেট্রো স্টেশনে থাকা পুরনো পোস্টার?' তাই ঘুরে

দাঁড়ানোর কৌশল সোশ্যাল মিডিয়ার ফিল্টার পাল্টাও! লাল দিয়ে কিছু হচ্ছে না, আকাশি নিলে 'ফলোয়ার' বাড়ুক আগে, বিপ্লব তো পরে দেখা যাবে! সিপিএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্য যতই রবীন্দ্রনাথ টেনে বলুন, 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে', মানুষ বুঝে যাচ্ছে, আসলে সেটা নীল-সাদা রঙের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি, পলিটিক্স অফ পিক্সেল! বিজেপির শমীক ভট্টাচার্যও আঙুল তুলেছেন, মৌলবাদীতার মোড়কে ভোটব্যাঙ্কের রং বদলের রাজনীতি! অতীতে জমি, শ্রমিক, কৃষক নিয়ে রাজপথ কাঁপানো সিপিএম এখন মেট্রো স্টেশনের দেওয়ালে পোস্টার না সাঁটিয়ে, ফেসবুক কভারে রং বদলানোতেই সুখ খুঁজছে! প্রশ্ন একটাই একটা দল, যাদের ইতিহাস 'লাল' দিয়ে লেখা, তারা কি শুধু কাভার ফটো পাল্টে নিজেকে আবার জনপ্রিয় করতে পারবে? না কি এটা স্বীকারোক্তি 'আদর্শ থাকুক আর্কাইভে, রংটাই আগে আপডেট হোক!' বাংলার মানুষ ভোট বাক্সে অনেক আগেই 'কালার করেকশন' করে দিয়েছেন, সিপিএম এখন শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় রং মিশিয়ে বাঁচতে চাইছে। নাহলে আর কী! ময়দানের ব্রিগেডের আগে নিজেদের ফেসবুক ব্রিগেড সাজানো ছাড়া আর উপায় কী? লাল পতাকা তো জাদুঘরে, ডিজিটালে 'আকাশি বিপ্লব'! সিপিএমের নীল প্রেমে লাল-আদর্শ এখন ব্যাকডেটেড?

মানবদেহে নয়া রক্তকণিকার খোঁজ দিয়ে বিতর্কে দেবাংশু

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'অধিনায়ক'-'সর্বাধিনায়িকা' বিতর্কের মাঝেই নয়া বিতর্কিত মন্তব্য করলেন তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য। বললেন, 'তৃণমূল কর্মীদের শরীরে চতুর্থ রক্তকণিকা হল মমতা-কণিকা।' বিতর্কের সূত্রপাত তৃণমূলের সমর্থক গোষ্ঠী 'ফ্যাম'-এর পক্ষ থেকে দক্ষিণ কলকাতায় লাগানো হলুদ পতাকা। তাতে লেখা ছিল 'অধিনায়ক অভিষেক'। তারপরই রাতারাতি সেই পতাকার পাশেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সম্বলিত হোর্ডিং ঝোলায় 'ফ্যাম'। সেখানে লেখা 'সর্বাধিনায়িকা জয় হে।' আর তাতেই বিতর্ক ছড়ায় রাজনৈতিক মহলে। দেবাংশু বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের তিনটে রক্ত কণিকা-লোহিত কণিকা, অণুচক্রিকা, শ্বেত কণিকা, তারপর চতুর্থ কোনও রক্তকণিকা পাওয়া যায়, তার নাম মমতা-কণিকা। এটা আমাদের শরীরে রয়েছে। এই দুজনের বাইরে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা কিছু ভাবতে পারেন

না। এখানে বিতর্কের কোনও জায়গা নেই।'

প্রসঙ্গত, তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের সংগঠন 'ফ্যাম' একটি বৈঠক করে। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে সমাজমাধ্যমে প্রচারের রূপরেখা ঠিক কী হবে, তা নির্ধারণ করতেই এই বৈঠক। এই বৈঠকের আগে যে হোর্ডিং টাঙানো হয়, তা নিয়েই বিতর্ক। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকের পাশাপাশি সর্বময় নেত্রী মমতার ছবি রয়েছে। দেবাংশু বলেন,'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া কমিউনিটিগুলোকে যথেষ্ট সাপোর্ট করেন। আইটি সেলের ফরমেশন তাঁরই হাত ধরে।'

লক্ষাধিক যাত্রীদের ভিড় সামলাতে শিয়ালদা স্টেশনে নতুন প্রবেশদ্বার

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাত্রীদের সুবিধার্থে এবং স্টেশনের প্রবেশ ও বাহির পথের ভিড় কমানোর উদ্দেশ্যে শিয়ালদা স্টেশনে একটি নতুন প্রবেশ ও বাহির গেট চালু করা হয়েছে। শিয়ালদা দক্ষিণ স্টেশনের এই নতুন গেটটি কৌশলগতভাবে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে যাত্রীদের জন্য স্টেশনে পৌঁছানো আরও সহজ ও সুবিধাজনক হয়। নতুন প্রবেশ ও বাহির গেটের ফলে বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে এবং উৎসবের মরসুমে বিপুল সংখ্যক যাত্রীদের যাতায়াত আরও স্বচ্ছন্দ হবে, যা স্টেশনে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি এড়ানো যাবে। জরুরি পরিস্থিতিতে যাত্রীদের দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও এটি সহায়ক হবে। নতুন

গেটটি নিরাপত্তার দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি অতিরিক্ত নজরদারি এবং মনিটরিং ব্যবস্থার সুযোগ করে দেবে। ওয়েস্ট ক্যানেল রোড দিয়ে নতুন প্রবেশপথ চালু হওয়ার ফলে ভিড় দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। বেলিয়াঘাটা রোড, শ্যামবাজার বা সল্টলেক থেকে আসা যাত্রীরা এখন ব্যস্ত এপিসি রোড এড়িয়ে সরাসরি ওয়েস্ট ক্যানেল রোডের মাধ্যমে শিয়ালদা স্টেশনে প্রবেশ করতে পারবেন। প্রতিদিন শিয়ালদা স্টেশনে আসা ১৫-১৮ লক্ষ যাত্রীর জন্য এই নতুন প্রবেশ ও বাহির গেট বিশেষভাবে উপকারী হবে। শিয়ালদহ বিভাগের পক্ষ থেকে এই নির্মাণকাজ রেকর্ড সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। গোটা বিষয়টি নজরদারি করেছেন শিয়ালদহের ডিআরএম দীপক নিগম। তিনি বলেন, 'নতুন প্রবেশ ও বাহির গেট স্টেশনের সামগ্রিক প্রবেশের সুবিধা উন্নত করবে এবং এই অত্যাধুনিক যাত্রী পরিষেবা অর্থনীতির বিষয়টিকেও চাঙ্গা করতে সাহায্য করবে।'

পয়সার ভাগাভাগি নিয়েই তৃণমূলের লড়াই: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: পানিহাটির ঘরের মেয়ে অভয়ার নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে রবিবার বিকেলে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছিল বিজেপির কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলা। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে ঘোলা বাস স্ট্যান্ড থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়ে সোদপুর ট্রাফিক মোড়ে এসে শেষ হয়। প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, পয়সার ভাগাভাগি নিয়ে তৃণমূল নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে। পয়সার এই ভাগাভাগি নিয়েই খুনোখুনি হচ্ছে। এদিন তিনি দাবি করলেন, অভয়াকে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় তথ্য প্রমাণ লোপাটে তিনজন তৃণমূল নেতা জড়িত। একজন বিধায়ক নির্মল ঘোষ-সহ সোমনাথ দে ও সঞ্জীব মুখার্জি। তাঁর অভিযোগ, তথ্য প্রমাণ লোপাটে যিনি জড়িত। তাঁকে প্রাইজ পোস্টিং হিসেবে পানিহাটির পুরপ্রধান করা হল। তদন্তে নতুন দিশা দেখাবে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে সুকান্ত মজুমদার বলেন, তথ্য প্রমাণ যেভাবে লোপাট করা হয়েছে। তাতে তদন্তে নতুন দিশা দেখানোর যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে হাজির ছিলেন বিজেপির কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলার সভাপতি চন্ডী চরণ রায়, আইনজীবী তথা বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী, বিজেপি নেতা জয় সাহা প্রমুখ।

ব্রহ্মময়ী কালিমন্দিরে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: রক্তের সংকট মোচনে এবার এগিয়ে এল অতি প্রাচীন শ্যামনগর মূলাজোড় ব্রহ্মময়ী কালি মন্দিরের পুরোহিতবর্গ। ইতিহাস বলছে, ১৮০৯ সালে বৈশাখী পূর্ণিমায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার জমিদার গোপী মোহন ঠাকুর। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত নিমাই চ্যাটার্জি এবং পুরোহিত বর্গের উদ্যোগে রবিবার মন্দির প্রাঙ্গনে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত রক্তদান শিবিরে ১০৬ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। তাছাড়া বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। রক্তদাতাদের উৎসাহ

দিতে এদিন হাজির ছিলেন অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য, ক্রীড়াপ্রেমী নবীন সাহা-সহ বিশিষ্ট জনেরা। শ্যামনগর মূলাজোড় ব্রহ্মময়ী কালি মন্দিরের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে হাজির হয়ে সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন, ছোটবেলায় এখানে অনেকবার এসেছি। তৎকালীন সময়ে আধ্যাত্মিক ভাবনটা ছিল না। তখন আসতাম মা-কে প্রণাম করে চলে যেতাম। আজকে আধ্যাত্মিক চেতনাবোধ অন্যভাবে সাড়া দিয়েছে।

নাগাল্যান্ড থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয়ে শাজাহানের পথে দুই সঙ্গীরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাপ বাড়ল সন্দেশখালির 'ত্রাস' শেখ শাহজাহানের। শাহজাহান ঘনিষ্ঠের বাড়ি থেকে অস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল। তাতেও নাম জড়িয়েছে শাহজাহানের। এই বিষয়ে তদন্তকারীরা গতকাল শনিবার প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে শেখ শাহজাহানকে জেরাও করেছেন বলে খবর। জাল নথি দিয়ে নাগাল্যান্ড থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স জোগাড় করেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, ভুয়ো কারণ দেখিয়ে তাঁর সঙ্গীরাও একই পদ্ধতিতে লাইসেন্স তৈরি করেছেন। তদন্তে সেই বিস্ফোরক বিষয় সামনে এসেছে বলে খবর।

সেই বিষয়েই এবার আদালতে রিপোর্ট দিতে চলেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। তেমন কথাই জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বছর এপ্রিল মাসে শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠের বাড়ি থেকে অস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল। সেই ঘটনার তদন্তে জানা যায়, ওই অস্ত্রের লাইসেন্স শাহজাহানের নামে রয়েছে। কিন্তু চারটি লাইসেন্স কীভাবে একজনের নামে হতে পারে? সেই প্রশ্ন উঠেছিল। জানা গিয়েছিল, এই রাজ্য নয়, নাগাল্যান্ড থেকে সেই লাইসেন্স পাওয়া গিয়েছিল। সূত্রের দাবি, একজন ব্যক্তি নিরাপত্তার খাতিরে একটি মাত্র আগ্নেয়াস্ত্র রাখার জন্যই লাইসেন্স পেয়ে থাকেন। সেখানে কোন পথে চারটি লাইসেন্স করেছিলেন শাহজাহান? সেই প্রশ্ন উঠেছে। অস্ত্র উদ্ধারের পরই লাইসেন্স বিষয়ে খোঁজখবর শুরু করেছিলেন সিবিআই তদন্তকারীরা। নাগাল্যান্ড প্রশাসনের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়। তখনই জানা যায়, জাল নথি দিয়ে ওইসব লাইসেন্স বাগিয়েছিলেন শাহজাহান। কেবল তিনিই নন, আরও বেশ কয়েকজনের নামে হওয়া লাইসেন্সও নাগাল্যান্ড থেকে তৈরি হয়ে এসেছে। তাঁরা প্রত্যেকেই শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ বলে খবর। সেসব বিষয়েও তদন্তকারীরা তথ্য সংগ্রহ করছেন বলে খবর। সেগুলিও কি জাল নথি দিয়ে তৈরি হয়েছে? প্রশ্ন উঠেছে। সম্পত্তি রক্ষার্থের কারণ দেখিয়ে লাইসেন্স ইস্যু হয়েছে তাঁদের নামে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছে, তাঁদের সম্পত্তি প্রতিপত্তি কিছুই নেই! তাহলে কেন ওইসব ব্যক্তির নামে লাইসেন্স ইস্যু করিয়েছিলেন শাহজাহান? সেসব জানতেই জেরা করেছেন সিবিআই আধিকারিকরা। একইসঙ্গে সংশোধনাগারে বন্দি থেকেও কীভাবে ফোনে হুমকি দিচ্ছেন শাহজাহান? সেই প্রশ্ন উঠেছিল। এই বিষয়েও শনিবার শেখ শাহজাহানকে সিবিআই আধিকারিকরা জেরা করেছেন বলে খবর।

কামারহাটিতে ডায়রিয়ার প্রকোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীত বিদায় নিতেই ডায়রিয়ার থাবা। কামারহাটিতে ডায়রিয়ার প্রকোপে হু হু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। কামারহাটি পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের চৌধুরী পাড়ায় আচমকা ডায়রিয়ার হানায় আতঙ্কে বাসিন্দারা। একাধিকবার বমির সঙ্গে জলের মতো মলত্যাগ। বমি ও পেট খারাপ উপসর্গ নিয়ে ইতিমধ্যেই ৪০ থেকে ৫০ জন ডায়রিয়ার আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তরা কামারহাটির সাগরদত্ত হাসপাতাল এবং কামারহাটির ই এস আই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয়দের দাবি, এটা জলবাহিত ডায়রিয়া। স্থানীয় বাসিন্দা কৃষ্ণা সাউ জানান, গত চার-পাঁচ দিন ধরে এলাকায় ডায়রিয়ার প্রকোপ দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই কামারহাটির সাগরদত্ত এবং ইএসআই হাসপাতাল মিলিয়ে ৪০ থেকে ৫০ জন চিকিৎসাধীন। আক্রান্তের সংখ্যা হু হু করে বাড়ায় আতঙ্কে স্থানীয় মানুষজন। আরেক বাসিন্দা বীনা সিং জানান, তার ছেলে টেক্সমেকো কারখানার ক্যাজুয়াল শ্রমিক। বমি, পেটের ব্যথা নিয়ে চার দিন ধরে তার ছেলে কামারহাটির ই এস আই হাসপাতালে ভর্তি আছে। যদিও আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তেই পুরসভার তরফে এলাকায় জলের গাড়ি পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকেই বাসিন্দারা পানীয় জল সংগ্রহ করছেন। স্থানীয় কাউন্সিলর নির্মলা রাই বলেন, পুরসভার মেডিকেল টিম বাড়ি বাড়ি ঘুরে বাসিন্দাদের খোঁজ খবর নিচ্ছেন। পুরপ্রধান উত্তম দাস বলেন, সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে পুরপিতা সম্রাট তপাদার ও বিবেক মেলা কমিটি খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। প্রশাসন সাইবার অপরাধ রুখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তথাপি মানুষকে আরও বেশি করে সচেতন হতে হবে। অপরদিকে সচেতনতা মূলক কর্মসূচির অন্যতম উদ্যোক্তা সম্রাট তপাদার দাবি করেন, সাইবার অপরাধ রোধে সাধারন মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এদিন 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' নিয়েও মানুষকে সচেতন করা হল।

নতুন প্রজন্মকে সেবামূলক কাজ করার পরামর্শ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাধারণ মানুষের পাশে থেকে নতুন প্রজন্মকে সেবামূলক কাজে নিয়োজিত থাকার পরামর্শ দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। কাঁকিনাড়ার ভাবনা সমাজসেবী সংস্থার তরফে রবিবার ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সুন্দিয়া হাই স্কুলের মাঠে ঘটা করে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।এলাকার উদীয়মান শিল্পীরা উক্ত উৎসবে যোগ দিয়ে নাচ, গান পরিবেশন করেন। ভাবনার চতুর্থ বর্ষ বসন্ত উৎসবে এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বলেন, বসন্ত উৎসব হল বসন্তের আগমন এবং প্রকৃতির নবজাগরণের

প্রতীক। এই সময়ে প্রকৃতি যেমন নতুন সাজে রঙিন হয়ে ওঠে। তেমনি মানুষের হৃদয়ও আন্দোলিত হয়। ভাবনার সমাজসেবী সংস্থার এহেন উদ্যোগের তারিফ করে অর্জুন সিং বলেন, শুধু উৎসব করলেই হবে না। আপদে বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাঁর পরামর্শ, নিজেদেরকে বেশিমাত্রায় সেবামূলক কাজে নিয়োজিত রাখতে হবে। বসন্ত উৎসবে হাজির ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, রাজ বিশ্বাস, শঙ্কর সিং-সহ ভাবনার সদস্যরা।

সাইবার অপরাধ রোধে ব্যারাকপুরে বাইক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাইবার অপরাধ রুখতে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট অধীনস্থ প্রতিটি থানায় ইতিমধ্যেই 'সাইবার বন্ধু' প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে। সাইবার অপরাধের শিকার হওয়া মানুষজন যাতে সেখানে অভিযোগ জানাতে পারেন। পাশাপাশি ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে সচেতনতা শিবিরও করা হচ্ছে। রবিবার সকালে সাইবার অপরাধ সচেতনায় ব্যারাকপুর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সম্রাট তপাদার ও ব্যারাকপুর বিবেক মেলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে এক বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছিল। ব্যারাকপুর কালিয়ানিবাস থেকে বাইক র‍্যালি শুরু হয়ে ব্যারাকপুর গান্ধী ঘাট পর্যন্ত গিয়ে বাইক র‍্যালি শেষ হয়। হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের পুরপ্রধান উত্তম দাস, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান, এসিপি সাইবার ক্রাইম দেবাশীষ

বিশ্বাস-সহ কমিশনারেটের অন্যান্য আধিকারিকরা। র‍্যালি শেষে ব্যারাকপুর গান্ধী ঘাটে গান্ধীজীর স্মৃতিসৌধে মাল্যদান করা হয়। সাইবার অপরাধ সচেতনতায় বাইক র‍্যালিতে অংশ নিয়ে ব্যারাকপুরের

নগেন্দ্র স্মৃতি শিশু উদ্যান দখলের চেষ্টার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যারাকপুর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব আনন্দপুরীতে রয়েছে ৬০ বছরের প্রাচীন 'নগেন্দ্র স্মৃতি শিশু উদ্যান'। তবে বয়সের ভারে ওই শিশু উদ্যানের ফলক আবছা হয়ে গিয়েছে। এলাকার কচিকাঁচাদের খেলাধূলার সেই উদ্যান এবার দখলের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে জমি হাঙরদের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ছুটির দিনে এলাকার যুবকেরা ওই উদ্যানের মাঠে ক্রিকেট খেলছিলেন। অভিযোগ, বহিরাগত কয়েকজন যুবক এসে মাঠের দখল নেবার চেষ্টা করে। মাঠে ক্রিকেট খেলায় মশগুল যুবকরা মাঠের বিষয়ে জানতে চান। আগতরা জানান, ওই জমিটা নাকি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। এটা জানিয়ে সেখান থেকে চলে যান বহিরাগতরা। বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এলাকার মানুষজন। খেলার মাঠ দখলের চেষ্টার প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁরা সোচ্চার হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা নগেন্দ্র ট্রাস্টের চেয়ারম্যান

তড়িৎ বরন তোপদার। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, ওই জমিটা ট্রাস্টের জমি। আর তিনি ওই ট্রাস্টের চেয়ারম্যান। তাঁর অভিযোগ, এখন সর্বত্র প্রমোটারি রাজ চলছে। ফাঁকা জমি দেখলেই জমি হাঙরেরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তাঁর সাফ বক্তব্য, এখানে জমি জোর করে দখল করা যাবে না। প্রয়োজনে তাঁরা আইনের দ্বারস্থ হবেন। স্থানীয় বাসিন্দা সংঘমিত্রা দাশগুপ্ত বলেন, জমিটা একটা ট্রাস্টি বোর্ডের। সেই ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান তড়িৎ বরণ তোপদার। তিনি এখনও জীবিত আছেন। সুতরাং প্রমোটারি চক্রের হাত থেকে খেলার মাঠ বাঁচাতে তাঁরা লড়াই জারি রাখবেন। প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা বিজেপি নেতা মিলন আশ বলেন, শুনেছি ওটা একটা ট্রাস্টের জমি। ওখানে এলাকার ছেলেরা খেলাধূলা করে। সেখানেও এবার জমি হাঙরদের নজর পড়েছে। তাঁর হুঁশিয়ারি, জোর করে খেলার মাঠ দখল করে প্রমোটারি রাজ চালানো যাবে না। এপ্রসঙ্গে ব্যারাকপুরের পুরপ্রধান উত্তম দাস বলেন, ওটা ট্রাস্টের জমি ছিল। কিন্তু জমির মালিক ওই জমিটা অন্য একজনকে বিক্রি করে দিয়েছে। সেটা নিয়েই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যদিও তিনি বিষয়টি অবশ্যই খতিয়ে দেখবেন।

একই ফ্রেমে সৌরভ ও দিলীপ ঘোষ, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেবলমাত্র একটা ছবি। তাতে দুই ক্ষেত্রের দুই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। আর সেই ছবির উপরে এক লাইনের একটি ক্যাপশন। অবশ্য প্রশ্ন বলাই ভাল। সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষের শেয়ার করা ওই ছবিকে কেন্দ্র করেই নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। কারণ, ছবির দুই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের একজন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আর অন্যজন দিলীপ ঘোষ। সৌরভের সঙ্গে তাঁর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন দিলীপ ঘোষও। রবিবার সৌরভ ও দিলীপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন রুদ্রনীল ঘোষ। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কোনও কিছু নিয়ে আলোচনা করছেন। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন দু'জনে। সৌরভের নিজের ডান হাত তাঁর বুকে রেখে কিছু বলছেন। তাঁর বাম হাত দিলীপ ঘোষের পিঠে। আর দিলীপ ঘোষ তাঁর ডান হাত কিছুটা তুলে কিছু বলছেন। ছবিটি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে রুদ্রনীল লিখেছেন, 'সম্ভাব্য সংলাপ কী হতে পারে?'

রুদ্রনীলের শেয়ার করা ছবি নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। একসময় সৌরভের রাজনীতিতে যোগ নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়েছিল। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সৌরভের বিজেপিতে যোগ নিয়েও জল্পনা বাড়ে। তখন বিসিসিআই সভাপতি

ছিলেন সৌরভ। সেইসময় বাংলা সফরে এসে সৌরভের বাড়িতে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তবে জল্পনা আর বাস্তব রূপ নেয়নি। বিজেপিতে যোগ দেননি সৌরভ। কোনও দলেই যোগ না দিলেও বর্তমানে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের সঙ্গে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের সখ্য নিয়ে নানা আলোচনা হয়। সৌরভের সঙ্গে তাঁর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন দিলীপ ঘোষও। গতকাল ইডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচ ছিল। সেই ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন দিলীপ। সোশ্যাল মিডিয়ায় সৌরভের সঙ্গে ছবি দিয়ে দিলীপ লিখেছেন, 'ইডেন গার্ডেন্সে ক্রিকেটের মহারাজা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ। ফুটবল-প্রেমী বাঙালিকে ক্রিকেটের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়ে, ভারতকে বিশ্ব ক্রিকেটের সিংহাসনে বসানোয় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।'

সম্পাদকীয়

মানুষ এখন ভেবেই নিয়েছে যে দুর্নীতিকে সঙ্গে নিয়েই তাদের চলতে হবে

আজ সমাজব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির কামড় চেপে বসেছে। সেই কারণে মানুষ এমন আশঙ্কা বা চিন্তাকে কোনও ভাবেই সরিয়ে ফেলতে পারছেন না। যাঁরা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বা শাসনব্যবস্থার পথ দেখাবেন, তাঁরাই যদি দুর্নীতিমূলক কাজের প্রেরণা হয়ে দাঁড়ান, তা হলে ভবিষ্যতে প্রবন্ধকারের আশঙ্কা সত্যি হবেই। এটা সত্য যে, ভাল 'ডেলিভারি মেকানিজম' (বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাসিক অনুদান প্রকল্পগুলো) দিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা বা দলগুলো দুর্নীতির সঙ্গে মানুষের আপস করে নেওয়ার মানসিকতা ধীরে ধীরে তৈরি করে দিচ্ছেন। আর তা না হলে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতিতে একের পর এক আমলা, নেতা ও মন্ত্রীরা যখন অভিযুক্ত হচ্ছেন, তখন তাঁদেরই দল নির্বাচনে অভাবনীয় ভাল ফল করছে। এমনটাও সম্ভব। আমাদের এই দেশের অধিকাংশ রাজ্যেই সে সম্ভাবনার রাস্তা তৈরি করে ফেলেছে রাজনৈতিক দলগুলো। রাজ্যে রাজ্যে মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া নগদ মাসিক অনুদান প্রকল্পের প্রতিযোগিতা চলছে। যদিও সে প্রকল্পগুলোর টাকা বর্তমান জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য নগণ্যমাত্র, তা সত্ত্বেও মহিলা-ভোটাররা প্রকল্প চালু করা দল বা সরকারকে ভোট দিতে দু'বার ভাবছেন না। রাজনৈতিক দলগুলি দেখছে যে প্রচারের কাজে সময় ব্যয় না করে অনুদান প্রকল্পগুলোতে টাকা ছড়ালে আখেরে নির্বাচনে সুবিধা মিলছে। সেই কারণে মহিলাদের মাসিক অনুদানকে 'রেউড়ি সংস্কৃতি' বলে যারা বা যে দল কটাক্ষ করেছিল, তারাও এখন সেই সংস্কৃতিতে ডুব দিয়েছে। গরিব ও প্রান্তিক মানুষদের দেওয়া বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে এই নগদ টাকা যতই অনুদান বলে চালানো হোক না কেন, আসলে এর পিছনে যে রাজনৈতিক সুবিধা তোলার অভিসন্ধি, তা নির্বাচনের ফলাফলে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমরা সকলেই দেখছি বা বুঝছি গুরুত্বপূর্ণ দফতরগুলো শিক্ষা, খাদ্য, চিকিৎসা, এমনকি বিভিন্ন স্তরে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রেও দুর্নীতির ছোঁয়া। আর দেশে বিভিন্ন স্তরে যে দুর্নীতির মাত্রা যথেষ্ট, তা তো ০২৩-এ সমীক্ষায় প্রকাশিত তথ্যতেই জানা যায়। আমরা দুর্নীতির কথা জেনেও সময়মতো ভোটকেন্দ্রে গিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রার্থীর পক্ষে ভোটও দিয়ে আসছি। পরিসংখ্যান বলছে যে, ২০১৪, ২০১৯ ও ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে নোটা-তে ভোট পড়েছিল যথাক্রমে ৬০,০২,২৯৪ (১.০৮ শতাংশ), ৬৫,২৩,৯৭৫ (১.০৬ শতাংশ) ও ৬৩,৪৭,৫০৯ (০.৯৯ শতাংশ)। অর্থাৎ, ক্রমশ নোটা-তে ভোটের হার কমেছে। দুর্নীতির মাত্রা ধীরে ধীরে এত বাড়ছে যে, মানুষ ভেবে নিয়েছেন দুর্নীতিকে সঙ্গে নিয়েই তাঁদের চলতে হবে। অন্যথায় 'তোমারটা তুমি কেমন করে পাও দেখি' এমন শাসানি বারে বারে হজম করতেই হবে।

শব্দবাণ-২২৮

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. অবহেলা, উপেক্ষা ৩. মানবসম্প্রদায় ৬. রসগোল্লাজাতীয় মিষ্টিবিশেষ ৭. সমান হয়ে যাওয়া ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. আধ্যাত্মিক ২. (আল.) প্রবল বিতর্ক বা উত্তেজনার সৃষ্টি করা ৪. সংঘ ৫. বিশাল জনতা।

সমাধান: শব্দবাণ-২২৭

পাশাপাশি: ১. আনূপ ২. ধুঁকনি ৫. পল্লবী ৮. বড়াই ৯. অক্রিয়া।

উপর-নীচ: ১. আনৃণ্য ৩. নিবাস ৪. ঝল্লক ৬. ভৈরব ৭. ফতোয়া।

জন্মদিন

আজকের দিন

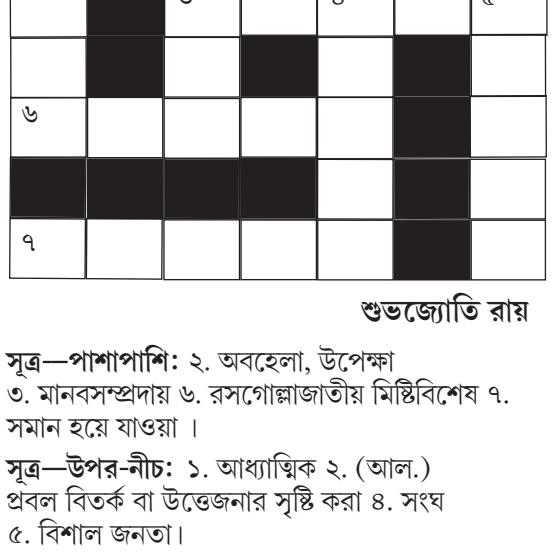

ক্রুনাল পান্ডে

১৯৫০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক প্রহ্লাদ কক্করের জন্মদিন।*
১৯৭৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ইমরান হাশমির জন্মদিন।*
১৯৯১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ক্রুনাল পান্ডের জন্মদিন।*

সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেকে প্রচার, ক্রমশঃ জটিল মানসিক ব্যাধির পর্যায়

শুভজিৎ বসাক

কিছু বছর আগেও আমাদের ভালো থাকার কারণ কি ছিল জানেন? লোকদেখানো ব্যবহারগুলো বা সময়গুলো চোখের সামনে তুলে ধরা হত না। আজকাল মানুষ সামান্য বই পড়লেও তাকে ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেয় আবার জানলায় বসে তারা গুনলে তাকেও সবার সামনে তুলে ধরে, কারণটা কিছু নয়- মানসিক অবসাদের মুক্তি খোঁজে তারা। এরা মন থেকে একা তাই ছোট ছোট মুহূর্তগুলো কাছের মানুষেরা নজর দেয় না ফলে সবার সামনে শেয়ার করে ভার্চুয়াল আবেগে ভেসে যেতে চায় মাত্র। আমার মনে আছে, স্কুলে পড়ার সময়ে আমার দুই বন্ধুর বাবা জুটেছিল তাদের একজন তার ছেলেকে ম্যাজিস্ট্রেট করবে বলে বাবার কানের সামনে পোঁ বাজাতো আর একজন ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার করবে বলে পোঁ বাজাতো। আমি ছিলাম মধ্যম মানের ছাত্র তাই বাবা তাদের কথা শুনে এসে আমাকে শাসন করত। মায়ের সামনে একদিন তারা কেউ তাদের ছেলের গুণগান করছিল আর আমাকে বলছিল যে ওর মত হতে না পারলে গ্রহণযোগ্যতা হারাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। মা সটান উত্তর দিয়েছিল যে সবাই সবার মত হতে পারে না, আপনার ছেলে ভালো সেতো ভালো কথা, কিন্তু শুরুতেই যদি মাপতে থাকেন তাহলে তো হয়ে গেল। সেটা মানুষ হবে না, অনেকটা হাটে-বাজারে গিয়ে দুধ দেওয়া গরুর মত হবে, যতদিন দুধ দেবে ততদিন যত্ন পাবে আর যেদিন খোরাক ফুরিয়ে যাবে সেদিন ফিরেও তাকাবেন না। বাচ্ছাকে মানুষের মত যদি ভাবতে পারেন তবেই সে আপনাকে সম্মান দেবে। মায়ের এই কথায় ভীষণ গোঁসা হয়েছিল সেই ভদ্রলোকের, এরপরে আর এমুখো হয়নি। মায়ের সাহসের জন্য সেবেলা উদ্ধার হয়েছিলাম। সত্যি বলতে সেই বন্ধুর বাবার মত লোকগুলো ক্ষতিকারক খালি নয়, এক একটা অমানুষও বটে।

সে যাহোক যে বিষয়ে এত কথা বলা, মানুষ ভীষণ একাকীত্বে ভুগছে আজকাল আর সেটা দাবানলের মত মনের প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, একথার খোঁজ কেউই রাখি না। কিছুদিন আগে ভারতীয় এক শিল্পপতি জানিয়েছিলেন যে সপ্তাহে অন্তত ৭০ ঘণ্টা কাজ করা উচিৎ, বাড়িতে বসে স্ত্রীয়ের মুখ দেখলে কর্মপরিসরে তার কোনও লাভ আসে না। একথা তাঁর মত যাঁরা ভাবেন তাঁদের জানা উচিৎ যে প্রতিটি পরিসরে মানুষ সে সরকারি বা বেসরকারি যেখানেই কাজ করুক না কেন তারা প্রত্যেকে কিন্তু ৮০-৮৫ ঘণ্টা সপ্তাহে কাজ করে। কি করে হিসাবটা ধরা যাক? সপ্তাহে ছয়দিন সে কাজ করছে ৮-১০ ঘণ্টা করে মোট ৪৮-৬০ ঘণ্টা আর কাজটা নিশ্চয়ই সে বাড়িতে বসে করে না! কর্মস্থলে আসতে একপিঠে কম করে এক-আড়াই/তিন ঘণ্টা সময় লাগলে দুইপিঠে মিলে সপ্তাহে লাগার কথা মোট ১২-১৮ ঘণ্টা আবার সরকারি বা বেসরকারিতে ওভারটাইম মিলিয়ে সময়টা আরও বেড়ে ৮০-৮৫ ঘণ্টার বেশি বই কম কখনই হয় না অর্থাৎ কাজে যাওয়া-আসাটা যেন কাজের পরিসরই নয় এমনই ভাবনা সমস্ত স্তরের কর্তৃপক্ষের! সেই ব্যক্তি কাজে আসবেন বলেই তো বাসস্থল থেকে এতটা পথ অতিক্রম করে, এমনি তো নয়।

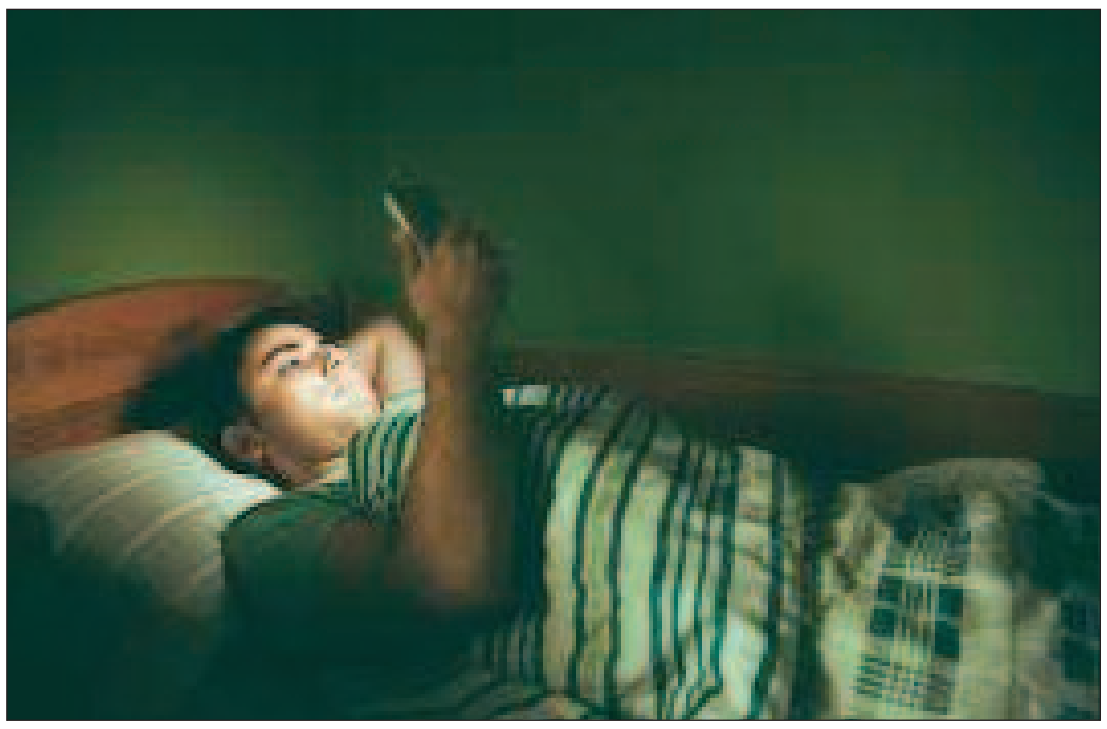

মানুষ ভীষণ একাকীত্বে ভুগছে আজকাল আর সেটা দাবানলের মত মনের প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, একথার খোঁজ কেউই রাখি না। কিছুদিন আগে ভারতীয় এক শিল্পপতি জানিয়েছিলেন যে সপ্তাহে অন্তত ৭০ ঘণ্টা কাজ করা উচিৎ, বাড়িতে বসে স্ত্রীয়ের মুখ দেখলে কর্মপরিসরে তার কোনও লাভ আসে না। একথা তাঁর মত যাঁরা ভাবেন তাঁদের জানা উচিৎ যে প্রতিটি পরিসরে মানুষ সে সরকারি বা বেসরকারি যেখানেই কাজ করুক না কেন তারা প্রত্যেকে কিন্তু ৮০-৮৫ ঘণ্টা সপ্তাহে কাজ করে। কি করে হিসাবটা ধরা যাক? সপ্তাহে ছয়দিন সে কাজ করছে ৮-১০ ঘণ্টা করে মোট ৪৮-৬০ ঘণ্টা আর কাজটা নিশ্চয়ই সে বাড়িতে বসে করে না! কর্মস্থলে আসতে একপিঠে কম করে এক-আড়াই/তিন ঘণ্টা সময় লাগলে দুইপিঠে মিলে সপ্তাহে লাগার কথা মোট ১২-১৮ ঘণ্টা আবার সরকারি বা বেসরকারিতে ওভারটাইম মিলিয়ে সময়টা আরও বেড়ে ৮০-৮৫ ঘণ্টার বেশি বই কম কখনই হয় না অর্থাৎ কাজে যাওয়া-আসাটা যেন কাজের পরিসরই নয় এমনই ভাবনা সমস্ত স্তরের কর্তৃপক্ষের! সেই ব্যক্তি কাজে আসবেন বলেই তো বাসস্থল থেকে এতটা পথ অতিক্রম করে, এমনি তো নয়।

আমার পরিচিত একজন শিক্ষিকা আছেন তিনি প্রতিদিন বীরভূমের সিউড়িতে প্রায় তিন ঘণ্টার ওপরে পথ অতিক্রম করে স্কুলে পড়িয়ে আবার সেই সমান সময় নিয়ে বাড়ি ফেরেন অর্থাৎ প্রায় ৬-৭ ঘণ্টা তিনি শুধু যাতায়াত করেন, এরপরে তার কাজের সময় তো আছেই আবার বাড়ি ফিরে সংসার সামলান, আবার পরেরদিন কাজে যান। এরকম আমার পরিচিত একজন সহকর্মী আছে যে প্রতিদিন বাগনান থেকে হুগলী যাতায়াত করে প্রতিদিন অর্থাৎ তারও ৭-৮ ঘণ্টা সময় লাগে শুধু যাতায়াতে। এরপরেও তারা প্রত্যেকে কিন্তু নিজের কাজগুলো দায়িত্ব নিয়ে পালন করে বলেই সবকিছু এগিয়ে চলেছে। সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজ করা মানে সারাক্ষণ মুখের সামনে ফাইল বা কম্পিউটার খুলে গাধার মত খাটুনিকে কাজ বলে না, মানসিক রোগের পর্যায়ক্রম সেটা। আবার এও দেখা যায় যে কর্মস্থলে গিয়ে নিজের দায়িত্ব কোনওমতে সেরে বা না সেরে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে বা বিশ্বের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে গুলতানি মারছে বা সংসার নিয়ে এতই চিন্তিত যে বাচ্ছা খেল না হাগলো সেটা সবার সামনে না বললে পাকস্থলির ভাত হজম হয় না- তাদের দেখে বাকিদের কাজকে খাটো করে নিজেদের বিধান চাপিয়ে দেওয়া অন্তত অর্থনীতির বাহক যেসকল ব্যক্তিত্বরা রয়েছেন তা করা উচিৎ নয়।

শুরুতেই বলেছিলাম না যে সাধারণ যা কিছু তাকে সবার সামনে তুলে ধরা এখন নেশা হয়ে গিয়েছে সবার আসলে আমাদের সবার মধ্যে একাকীত্ব ভাবটা এই প্রবল কর্ম পরিসর প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে। একসাথে কোথাও ঘুরতে গিয়ে বা সাধারণ ছোট ছোট মুহূর্তগুলো যেমন নতুন পোশাক পরা, রান্না করা, বাগান চর্চা, কুকুর-বিড়াল-মাছ পোষা, রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাবারের ছবি তোলা, একসাথে সবাই মিলে ঘন ঘন উচ্ছ্বাসিত হওয়া ইত্যাদি কাজগুলো করে সবার সামনে সেগুলো তুলে ধরা বা প্রকাশ্য না করলেও ঘন ঘন তাকে ফ্রেমবন্দী করে রাখা নিজের মধ্যে থাকা একাকীত্বকে প্রকাশ করার একটা পর্যায় মাত্র যে সে কতটা ভালো আছে তার একটা পর্যায়ভুক্ত করা আর অন্যকে দেখানো বা নিজে বারবার উপলব্ধি করার চেষ্টাশীল হওয়া। এরমধ্যে নতুন করে জুটেছে প্রিওয়েডিং ফটোশ্যুটের দেখনদারি। এককথায় বিয়ের আগে এবং বিয়ের পরে প্রতি মাসের উদযাপনের ছবি বা ছোট বাচ্ছাদের নিয়ে ছবি তোলার হিড়িক। এগুলো পাশ্চাত্যের অনুকরণ কারণ তারা এক সঙ্গী নিয়ে দীর্ঘদিন সংসার করতে পারে না তাই যাতে ছোট ছোট মুহূর্তে বেঁচে থাকতে পারে সেগুলোকে ফ্রেমবন্দী করে উদযাপন করে বাঁচতে চায় মাত্র। কিছুদিন আগে একটি সমীক্ষায় দেখছিলাম যে ইউরোপে ৮৭-৯১ শতাংশ মানুষ বিবাহ বিচ্ছেদ করে যার মধ্যে ৯৭ শতাংশ মানুষ শিক্ষিত! অতএব অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা আজকে বাঁচতে ভুলে যাই এবং সেইসব ছবিগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় ফুটে উঠতে দেখা মানেই সেটা নিজেকে ভালো দেখানোর একটা চেষ্টা মাত্র আর কিছুই না।

কেন ভালো নেই জানেন? রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি এমনভাবে চলছে যেখানে অসুখকে বিজ্ঞাপন সর্বস্ব করে তুলে দেখানো হয় যে এটা করো তাহলেই ভালো থাকবে। নিজের একটা ফ্ল্যাট হবে, গাড়ি হবে, ঝাঁ চকচকে ফার্নিচার হবে তাহলেই না তুমি মানুষের পর্যায়ে গণ্য হবে! তার প্রমাণ দেখতে চান? ব্যাঙ্কে লাখ লাখ টাকা আছে তাঁরা ঝকঝকে পোশাক পরে রাস্তায় বেরোন তো? একদিন একটা ঢলঢলে প্যান্ট আর সাধারণ জামা পরে বেরোন, দেখবেন আপনার কাজের লোকটিও আপনাকে দেখে হাসবে, পড়শিগুলো কানাঘুঁষো করবে- অর্থাৎ আপনাকে মাপা হয় হাটে-বাজারে সবচেয়ে দামী দুধেল গরুর পর্যায়ে নামিয়ে এনে আর এই বাস্তবটা সেদিন প্রত্যক্ষ করবেন। আসলে মানুষ মূল্যহীন তাই সে একা।

যে বিজ্ঞাপনী প্রচারের কথাটা বলতে বলতে এই কথাটা বললাম তাতে মুগ্ধ হয়ে ঝুঁকে পড়ি সামর্থ্য না থাকলেও আর নিয়ে বসি গাদাখানেক লোন যা পরিশোধ করতে করতে জীবন কেটে যায় আর মনকে বোঝাই যে এটা তো নিজেরই একটা সম্পত্তি হয়ে রইল তাই না! অথচ পরবর্তী প্রজন্ম যদি এই সম্পত্তি পছন্দ না করে সেও তো একে অদেখা করে রাখবে, অযত্নে পড়ে থাকবে- সেটা ভেবে দেখেছেন কখনও? আমরা ধার করা জীবনে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে কখন যে কাজের চাপ আর জীবনের ধার মেটানোতে পিষে মরছি আর তাতে একা হয়ে যাচ্ছি কেউ ভেবে দেখে না এসব।

ঘুরতে যাওয়া, সপ্তাহের শেষে বন্ধুর বাড়িতে মজলিস বসানো, হইহই করা প্রত্যেকটি লোকদেখানো কাজ হল জোর করে ভালো আছি এটাই দেখানো কিন্তু তাতে কেউ ভালো থাকতে পারে না, ভালো থাকা যায় না। সময়ের ফেরে আবার একা হতে হয়। এরজন্য প্রয়োজন বোঝাপড়ার সুস্থ অবকাশ। আজকাল অল্প বয়সে মেয়েরা বিয়ে করতে এত উদ্ধত কেন জানেন? সবটা যে আর্থ-সামাজিক তা কিন্তু নয়, এটাও একটা মানসিক ব্যাধি। তারা নিজেদের ভাবে একা তাই হয় কিশোরী বয়সে বা কোনও প্রকার কাজ পেয়েই একটা বাচ্ছা নিয়ে তাকে আগলে এগিয়ে চলাকে জীবন মনে করছে, মনে করছে তার কেউ তো রইল। অর্থাৎ অভিভাবক-স্বামী এক্ষেত্রে একটা মাধ্যম হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, শহর ও গ্রামাঞ্চলের প্রায় ৬৭ শতাংশ মেয়েদের মধ্যে এই প্রবণতা বিগত মাত্র এক দশকে হু-হু করে বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরুষদের ক্ষেত্রে আরও খারাপ হচ্ছে। সমীক্ষা বলছে ভারতে গত দেড় দশকে ১৯ শতাংশ পুরুষের মধ্যে মানসিক ব্যাধি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সময় যত যাবে সেটা বিজ্ঞাপনী জগতের মাধ্যমেই প্রলোভিত হয়ে আরও বাড়বে।

সবশেষে আসি নিজের সন্তানকে গরুর মত নয়, মানুষের মত ভালবাসুন। কিছুদিন আগে দেখলেন বাংলা থেকে সাহিত্য আকাদেমির কোনও পুরস্কার জোটেনি? কারণ বাংলায় ক্রমশ ভাবনার প্রসার কমে সেটা দায়বদ্ধ জীবনের অভিরুচিতে আবদ্ধ হচ্ছে বদ্ধ পানার মত। সেই পানা আপনা হতেই জন্মায়, আবার শুকিয়েও যায়। মায়েরা যদি ছেলেমেয়েকে হাটে-বাজারের পণ্য করে তোলে সে পশুতে পরিণত হবে এটাই তো স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে ছোটবেলায় শোনা জীববিজ্ঞানের শ্রদ্ধেয় একজন স্যারের কথা মনে পড়ে যায়, তিনি বলেছিলেন একবার কোনও এক কাজে তিনি ছাত্রদের নিয়ে গ্রামে গিয়েছিলেন। তখনও গ্রামে এত বিদ্যুতের প্রসার ঘটেনি। স্পষ্ট সেই অমাবস্যার রাতের আকাশে তিনি ছায়াপথ বা আকশগঙ্গাকে দেখতে পেয়েছিলেন। দেখেছিলেন মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি, বুধ, শুক্র সহ খনে খনে ভেসে আসা ধুমকেতুর স্রোত।

এই নিয়ে যখন গল্প করছিলেন রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। সেদিন অমাবস্যার আকাশে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন জীবনের ছন্দকে আর আজ পরিষ্কার আকাশেও সেই ঝলক দেখতে পাই না কারণ আমরা ব্যস্ত ধার মেটাতে, মুখ গুঁজে কাজ করতে বা গুলতানি মেরে অন্যের কাছে নিজেকে মহান সাজাতে। শুরুর দিকে বিনিময় প্রথা হত গরু দিয়ে আর আমরা সেই বিনিময় মাধ্যমের গরুতে যে কখন পর্যবসিত হয়ে পড়ে ক্রমশঃ মানসিক ব্যাধিতে নানাভাবে জড়িয়ে পড়েছি সে খবর ঐ শিল্পপতিরা বোধহয় জানেন না বা প্রয়োজন বোধ করেন না রাখার। এটাই বোধহয় ইতিহাসের আবর্তন আর আড়ালে বসে ভাগ্যবিধাতা হাসছেন এই অভিনব চক্র দেখে যেখানে ভালো আছি না বেঁচে আছি সেটাই বুঝে উঠতে পারিনি এখনও।

প্রতিবেশীর মারে জখম বৃদ্ধর মৃত্যু হাসপাতালে, অধরা অভিযুক্তরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রতিবেশীর মারে গুরুতর আহত হয়ে দুর্গাপুরে চিকিৎসাধীন বৃদ্ধর মৃত্যু হল হাসপাতালে। মৃতের নাম কপিল জয়সওয়াল। বয়স আনুমানিক ৬৫ বছর।

রবিবার দেহ ময়নাতদন্তের পর নিয়ে আসা হয় পানাগড়ের বাড়িতে। ওই বৃদ্ধর মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। অন্যদিকে যারা ওই বৃদ্ধকে মারধর করেছিল ঘটনার পর থেকেই নিরুদ্দেশ রয়েছে তারা। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে গত ৭ মার্চ পানাগড় বাজারের ক্ষুদিরাম বোস রোড এলাকায়। এই ঘটনায় গত ৮ তারিখে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ জানান মৃত বৃদ্ধর ছেলে রোহিত জয়সওয়াল। পরিবারের অভিযোগ তারই প্রতিবেশী রাকেশ

জয়সওয়াল ও তার পরিবার জমি সংক্রান্ত বিষয়ে জমির সীমানা নিয়ে অশান্তির চলাকালীন তার বাবাকে বাড়ি থেকে ডেকে লোহার রড জাতীয় কিছু দিয়ে তার বাবা কপিল জয়সওয়ালের মাথায় মারে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করতে করতে তার বাবা মাটিতে পড়ে যান। বাবার চিৎকার শুনে তার ভাই ছুটে গিয়ে বাবাকে বাঁচাতে গেলে তাকেও মারধর করে তার প্রতিবেশী ও তার পরিবার। গুরুতর আহত অবস্থায় তার বাবা ও ভাইকে প্রথমে কাঁকসার রাজবাঁধের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ভাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাবার অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন তার বাবা। এর পরেই শনিবার মৃত্যু হয় তার বাবার।

এই ঘটনায় তার প্রতিবেশী ও তার পরিবারের সদস্যদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। যদিও ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত রাকেশ জয়সওয়াল ও তার পরিবার বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি বলেই জানা গিয়েছে।

সৌমিত্র খাঁয়ের নামে ভুয়ো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: এবার সাইবার ক্রাইম এর শিকার বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। তিনি ফেসবুক পোস্টের মধ্য দিয়ে নাগরিকদের সচেতন করে বলেন। তিনি

বলেন, কিছুদিন যাবত সৌমিত্র খাঁ এর নামে ফেক অ্যাকাউন্ট খুলে ফেসবুক বন্ধুদের মেসেঞ্জারে এসএমএস করছে। অনেকের কাছে নম্বর নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করছে। এইসব প্রতারকদের কাছ থেকে সাবধানে থাকার জন্য বার্তা দেন সৌমিত্র খাঁ। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই সাইবার ক্রাইমে মেইল করে অভিযোগ জানিয়েছেন। নাগরিক ও ফেসবুক বন্ধুদের সতর্ক থাকার অনুরোধ জানান তিনি।

ভেজাল ওষুধ নিয়ে বিষ্ণুপুরে সচেতনতা মাইকিং ওষুধ ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: দিনের পর দিন মার্কেটে ভেজাল ওষুধের পরিমাণ বেড়েছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা রমরমিয়ে এই ভেজাল ওষুধের ব্যবসা করছে। এই ভেজাল ওষুধ খেয়ে রোগী সুস্থ হওয়ার থেকে বেশি পরিমাণে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। ভেজাল ওষুধ খেলে মৃত্যুর মতো ঘটনাও ঘটতে পারে। যে কারণেই সাধারণ মানুষ, রোগী, রোগীর আত্মীয়দের সচেতন করতে এবার পথে নামলেন বিষ্ণুপুর ও বিষ্ণুপুরের আশেপাশের গ্রামাঞ্চলের ওষুধ ব্যবসায়ীরা। বিষ্ণুপুরে রবীন্দ্র স্ট্যাচুমোর সংলগ্ন এলাকায় মাইকিং এবং পথে চলতি মানুষের হাতে লিফলেট বিলি করে মানুষকে

সচেতন করছে ভেজাল ওষুধ থেকে দূরে থাকতে। ওষুধ কেনার আগে যাতে ওষুধের প্যাকেটে দেওয়া কিউয়ার কোড স্ক্যান করে এবং অন্যান্য যে সমস্ত তথ্যগুলি রয়েছে সেই তথ্যগুলি সঠিক থাকলে তবেই যাতে ওষুধ কেনেন তার সচেতন করেন এলাকার মানুষকে ব্যবসায়ীরা।

ভিন রাজ্য থেকে রাজ্যে আসছে জাল ও ভেজাল ওষুধ

ওষুধ ব্যবসায়ীর সংগঠনের পক্ষ থেকে সচেতনতামূলক পথসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে এ রাজ্যে ঢুকছে জাল ও ভেজাল ওষুধ। অসাধু ব্যবসায়ীরা মোটা অঙ্কের টাকা ছাড়ের টোপ দিয়ে ক্রেতাদেরকে সেই ওষুধ বিক্রি করছে। জাল ওষুধ সম্পর্কে ক্রেতাদের সচেতন করতে উদ্যোগী

হল বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। রবিবার আসানসোল জেলা হাসপাতালের সামনে গড়ায় রোডে পথ সভা করে এই সংগঠন। বিসিডি এর পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার সম্পাদক অমিত রায় বলেন, বিহার-ওডিশা-উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে এই সমস্ত জাল ওষুধ রাজ্যে আসছে। অসাধু ব্যবসায়ীরা ২০ থেকে ৬০ শতাংশ ছাড়ের প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন বড় সংস্থার তৈরি জীবনদায়ী ওষুধ থেকে শুরু করে নিত্য প্রয়োজনীয় ওষুধের নকল করে বাজারে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তিনি জনসাধারণের কাছে আবেদন করেন সস্তায় ওষুধ পাওয়ার জন্য যাতে কেউ নিজেদের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে না ফেলেন। প্রায় ৩০০টি ওষুধ ব্র্যান্ডের প্যাকেজিংয়ে কিউআর কোড আছে ওই কিউআর কোড স্ক্যান করে সঠিক ওষুধ ক্রয় করার প্রয়োজন। তার মতে এই ৩০০টি ওষুধ ছাড়াও সমস্ত ওষুধের কিউআর কোড মুদ্রণ করার প্রয়োজন।

ধসপ্রবণ হরিশপুর গ্রাম বসবাসযোগ্য নয়, পরিদর্শনে ইসিএলের সিএমডি

পুনর্বাসনস্বরূপ গ্রামের বদলে গ্রাম চান ক্ষতিগ্রস্তরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: ধস কবলিত গ্রাম হরিশপুর দীর্ঘ চার বছর পর এলেন ইসিএল এর সিএমডি সতীশ কুমার ঝাঁ। ধসপ্রবণ হরিশপুর গ্রাম বসবাসযোগ্য নয়, বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। বাসিন্দাদের অন্যত্র চলে যাওয়া উচিত, হরিশপুর গ্রাম পরিদর্শনে এসে এমন আশঙ্কার কথাই জানালেন ইসিএলের সিএমডি সতীশ কুমার ঝাঁ। অন্যদিকে গ্রামবাসীরা চাইলেন উপযুক্ত পুনর্বাসন। সালটা ছিল ২০২০'র ১৪ জুলাই হঠাৎ বিকট শব্দের কেঁপে ওঠে এলাকা, গ্রামের মানুষেরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ততক্ষণে গ্রামের প্রায় ৫০ শতাংশ জায়গা ধসের কবলে। ঘটনাটি ঘটে অন্ডালের হরিশপুর গ্রামে। আতঙ্কের গ্রামে মানুষ এদিক-ওদিক ছুটে থাকেন। সকাল হতেই চিত্র পরিষ্কার হয় গ্রামের অধিকাংশ জায়গা ধসের কবলে চলে যায় গ্রাম। ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে গ্রামে আসার প্রধান রাস্তাটি ও ধসের কবলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফলে জাতীয় সড়ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গ্রাম। গ্রামের অদূরেই রয়েছে ইসিএল এর একটা খোলা মুখ খনি। সেই খোলা মুখ খনির কয়লা উৎপাদনের জন্য বিস্ফোরণের কারণেই এলাকায় ধস বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। অভিযোগে বিক্ষোভে সামিল হয় পুরো গ্রামের মানুষ। গ্রামের মানুষদের আতঙ্ক কাটতে না কাটতেই ফের ২০ জুলাই আবার ধসের ঘটনা ঘটে এলাকায়। ধসের কবলে পরে বহু বড় বড় কংক্রিটের বিল্ডিং। এরপর কেটেছে ৪ বছর গ্রামের মানুষরা সেই তিমিরেই রয়েছেন। ধস কবলিত এলাকা হরিশপুরকে নিয়ে শাসক বিরোধী সব রাজনৈতিক দলের লোকেরাই করে এসেছেন রাজনীতি, এমনটাই স্থানীয়দের অভিযোগ। গ্রামের মানুষদের একটাই দাবি ছিল সঠিক পুনর্বাসন, যা আজও হয়ে ওঠেনি। ধসের আতঙ্কে সেই মুহূর্তে গ্রামের মানুষজন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গ্রামের মানুষরা পুনর্বাসনের দাবিতে বহুবার জাতীয় সড়ক অবরোধ ইসিএল এর দপ্তরে বিক্ষোভ করেছেন। এমনকী ২০২১ এর বিধানসভা ও লোকসভা ভোট বয়কট করে হরিশপুর গ্রামের মানুষ। রবিবার ধস কবলিত গ্রাম হরিশপুর পরিদর্শনে এলেন ইসিএল এর সিএমডি শ্রী সতীশ কুমার ঝাঁ। তিনি গ্রাম তিনি গ্রাম পরিদর্শন করে নিজের মুখে স্বীকার করলেন গ্রামে থাকাটা বিপদজনক। গ্রামবাসীদের নিজের জীবন বাঁচাতে আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের তৈরি করা বাড়িতে যাওয়ার জন্য আবেদন জানালেন। পাশাপাশি তিনি জানান, ইসিএলও গ্রামের মানুষের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখবে। কিন্তু গ্রামের বাসিন্দারা জানান, তারা পুনর্বাসনস্বরূপ গ্রামের বদলে গ্রাম চান। কোনও আসানসোল দুর্গাপুর - উন্নয়ন পর্ষদের ফ্ল্যাটে যেতে চান না।

পানাগড় বাজারে বন্ধ হয়ে থাকা নিকাশী নালার কাজ শুরু দাবিতে বিক্ষোভে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড় বাজারে গত কয়েকমাস আগে পুরাতন জাতীয় সড়কের ধারে নিকাশী নালার কাজ শুরু হলেও তা মাঝ পথেই বন্ধ করে চলে যায় ঠিকাদার। যার কারণে পানাগড় বাজারের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ধারে গর্ত থাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই নিকাশী নালার কাজ সম্পন্ন করার দাবিতে বিক্ষোভে নামল কংগ্রেস কর্মীরা। এদিন পানাগড় বাজার ও রেলপাড়ে দুটি পথ সভা করেন কংগ্রেস কর্মীরা। পাশাপশি এদিন প্ল্যাকার্ড পোস্টার নিয়ে এলাকার মানুষকে তাদের আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এলাকার মানুষের সই সংগ্রহ করা হয়। এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পুরব ব্যানার্জি, সহ দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা। পুরব ব্যানার্জি জানিয়েছেন, আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির পক্ষ থেকে পানাগড় বাজারে যে হাই ড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছিল। সেই কাজ মাঝ পথে ছেড়ে কোনও এক অজানা কারণে পালিয়ে যায় ঠিকাদার। এর ফলে পানাগড় বাজারের মানুষের চরম সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে। এছাড়াও পানাগড় বাজারে যে সমস্ত হাইমাস লাইট লাগানো হয়েছিল। তা এখনও জ্বলেনি। নিকাশী নালার কাজ সম্পন্ন করার দাবিতে আগামী ২৬ তারিখে তারা এডিডিএ অফিসে ডেপুটেশন জমা দেবেন। সেই দাবি নিয়ে বিক্ষোভ সভা করার পাশাপাশি তারা এলাকার মানুষের কাছ থেকে সই সংগ্রহ অভিযান শুরু করেন।

আইইডি বিস্ফোরণে মৃত্যু জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মাওবাদীদের পুঁতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে মৃত্যু হল এক সিআরপিএফ জওয়ানের, গুরুতর আহত আরও একজন। শনিবার পশ্চিম সিংভূমের ছোটনাগরা থানা এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে 'আহত' সিআরপিএফ জওয়ানের নাম পার্থ প্রতিম দে। বাড়ি বাঁকুড়ার রাজগ্রামে।

তাঁর স্ত্রী পিয়ালী দে বলেন, শনিবার সন্ধ্যায় দুর্ঘটনার খবর পাই। স্থানীয় কাউন্সিলর অপর্ণা চ্যাটার্জী বলেন, উনি এখন ভালো আছেন। এখন দ্রুততার সঙ্গে আহত সিআরপিএফ কর্মী সুস্থ হয়ে উঠুন এই প্রার্থনাই তিনি করছেন বলে জানান।

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ১০২ ধারা অধীনে)
পূজা অমিত আগরওয়াল -এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য
(কস্তুরি কমোডিটিজ প্রা. লি.-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম :	পূজা অমিত আগরওয়াল
২.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	২১৯৭/বি "কৃষ্ণ কুঞ্জ", হিল ড্রাইভ, ভাবনগর - ৩৬৪০০২
৩.	কর্পোরেট ডেটরের জন্য প্রদত্ত গ্যারান্টি	কস্তুরি কমোডিটিজ প্রা. লি.
৪.	অর্ডার আবেদনের বিস্তারিত	নির্দেশ তারিখ ১৭.০৩.২০২৫ মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ I.A. (IB) No. 1944/KB/2024-C.P. (IB) No. 185/KB/2023 কর্তৃক ইস্যুকৃত,
৫.	প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং :	নাম : নীতিন দাগা আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P02213/2020-2021/13405
৬.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	ঠিকানা - পি-৬৮, সেক্টর এ, মেট্রোপলিটান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড থানা - প্রগতি ময়দান, ক্যানাল দক্ষিণ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১০৫ ইমেল : daga.nitin.cs@gmail.com
৭.	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল :	ঠিকানা - পি-৬৮, সেক্টর এ, মেট্রোপলিটান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেড থানা - প্রগতি ময়দান, ক্যানাল দক্ষিণ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১০৫ ইমেল : pg.pujaamitagarwal@gmail.com
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	১৪.০৪.২০২৫
৯.	সংশ্লিষ্ট দাবি জমার ফর্ম প্রাপ্ত	https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

এতদ্বারা মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ এর পক্ষে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মহামান্য বেঞ্চ পূজা অমিত আগরওয়াল (ব্যক্তিগত জামিনদাতা - কস্তুরী কমোডিটিজ প্রা লি এর দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এর ধারা ৯৪ অধীনে নির্দেশ তারিখ ১৭.০৩.২০২৫-আইএ (আইবি) নং ১৯৪৪/কেবি/২০২৪-সিপি (আইবি) নং ১৮৫/কেবি/২০২৩ মোতাবেক।
পূজা অমিত আগরওয়াল-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৪.০৪.২০২৫ তারিখে ক্রম নং ৭ এ উল্লিখিত ঠিকানায় প্রস্তাব পেশাদারগণের নিকট।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা বা জেল হতে পারে।

স্বা/
নীতিন দাগা
প্রস্তাব পেশাদার
আইপি রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P02213/2020-2021/13405

তারিখ : ২৪.০৩.২০২৫
স্থান : কলকাতা

ফর্ম জি
কাইজেন পাওয়ার লিমিটেড -এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
কলকাতায় পাওয়ার জেনারেশন সেগমেন্ট
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**কাইজেন পাওয়ার লিমিটেড** CIN : U45300WB2007PLC117195
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	এফই - ৮৩, সেক্টর ৩, সল্টলেক সিটি, ১ম তল, কলকাতা পব - ৭০০১০৬ ভারত
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	https://insolvencyandbankruptcy.in/cirp/
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	বিশাখাপত্তনম
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	বর্তমানে, কোম্পানি চালু নয়।
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	যেহেতু কোম্পানি চালু নয় তাই মোট রাজস্ব নেই
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	kaizanpower@aaainsolvency.com, santanutray@aaainsolvency.com বা https://ibbi.gov.in/en/claims/claim-process/U45300WB2007PLC117195
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত :	ইমেল : kaizanpower@aaainsolvency.com, santanutray@aaainsolvency.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০৮.০৪.২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১১.০৪.২০২৫
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১৪.০৪.২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৯.০৪.২০২৫
১৪.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের নিকট মেমোর‌্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	২৩.০৪.২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৩.০৫.২০২৫
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	kaizanpower@aaainsolvency.com, santanutray@aaainsolvency.com
১৭.	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	প্রাপ্ত নয়

স্বা/-
শান্তনু টি রে
প্রস্তাব পেশাদার
কাইজেন পাওয়ার লিমিটেড বিষয় সম্পর্কিত
রেজি. নং IBBI/IPA-002/IP-N00360/2017-18/11055
এফএ - AA2/11055/02/300625/203369

তারিখ : ২১.০৩.২০২৫
স্থান : মুম্বই

SBI
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ০৯.০৪.২০২৫
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ০২.০৪.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে** ০৯.০৪.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১ **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]**
সংশ্লিষ্ট **৬,১৯,২১,৯৮৮.০০ টাকা** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স সম্রাট রাইস মিল প্রাইভেট লিমিটেড, ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা** - মিহির কান্তি হাজরা, **ডিরেক্টর** - সম্রাট হাজরা, **ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা** - ১) মৌসুমী হাজরা, স্বামী মিহির কান্তি হাজরা, ২) উদয় চাঁদ চৌধুরী, পিতা প্রয়াত শৈলেন্দ্র নাথ চৌধুরী, ৩) মালা রানী চৌধুরী, স্বামী উদয় চাঁদ চৌধুরী-র কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ : ৬৬.০০ লাখ টাকা বায়না জমা : ৬,৬০,০০০.০০ টাকা
ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ৫০,০০০.০০ টাকা
জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সম্পত্তি নং ১: সংশ্লিষ্ট সকল জমি সম্পত্তি এবং তদস্থিত ভবন -মেসার্স সম্রাট রাইস মিল প্রা লি অবস্থিত ভান্ডারডিহি, বর্ধমান, উল্লেখ্য দলিল নং ১-২৬৯৮-১৯৯৯ সালের এবং ১-২৬৯৯-১৯৯৯ সালের জেএল নং ১১৪, খতিয়ান নং ১৭৫৬, প্লট নং ২৬১০, মোট এরিয়া : ১.০১ একর, মৌজা : ভান্ডারডিহি, বড়ুল-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বর্ধমান, জেলা : বর্ধমান, পিন : ৭১৩৪২৬। সম্পত্তি মেসার্স সম্রাট রাইস মিল প্রা লি এর নামে।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ২৪.০৩.২০২৫
স্থান ঃ বর্ধমান
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

ইন্ডিয়ন बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে"** ০৯.০৪.২০২৫ **অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, খিদিরপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ২৭,৯৯,৯১৫.৭৭ টাকা** (সাতাশ লাখ নিরানব্বই হাজার নশো পনের টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) **৩১.০৭.২০১৯** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স রোশনি এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী : শ্রী জাহারুল হক,** পিতা প্রয়াত ওয়াজেব আলি, হোল্ডিং ২৩, জায়গির ঘাট রোড, ঠাকুরপুকুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১০৪ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স রশ্মি এন্টারপ্রাইজ** **স্বত্বাধিকারী : শ্রী জহরুল হক** পিতা প্রয়াত ওয়াজেব আলি, হোল্ডিং নং ২৩, জায়গির ঘাট রোড, ঠাকুরপুকুর,দক্ষিণ ২৪ পরগনা,কলকাতা : ৭০০১০৪। **শ্রী জহরুল হক (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা)** **স্বত্বাধিকারী- মেসার্স রশ্মি এন্টারপ্রাইজ,** পিতা প্রয়াত ওয়াজেব আলি, হোল্ডিং নং ২৩, জায়গির ঘাট রোড,ঠাকুরপুকুর,দক্ষিণ ২৪ পরগনা,কলকাতা : ৭০০১০৪। **খ) খিদিরপুর শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ৩ কাঠা তদস্থিত নির্মাণ এরিয়া ২৫৯৮ বর্গফুট এবং অবস্থিত মৌজা : জোকা, জেএল নং ২১, আরএস নং ৯৪, আরএস খতিয়ান নং ৫৭ এবং ১২৩, অংশ দাগ নং ১৭১, থানা : ঠাকুরপুকুর, এডিএসআর বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া চলার পথ ;দক্ষিণে : দাগ নং ১৭১; পূর্বে : চলার পথ; পশ্চিমে : চলার পথ।	**২৭,৯৯,৯১৫.৭৭ টাকা** (সাতাশ লাখ নিরানব্বই হাজার নশো পনের টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) **৩১.০৭.২০১৯** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **৩৫,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা) খ) **৩,৫০,০০০.০০ টাকা** (তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB6237020093** ঙ) **অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩
(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৪.০৩.২০২৫ থেকে ০৮.০৪.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৯.০৪.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET.psballiance.com** সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/স্বত্বাধিকারী(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৫.০২.২০২৫
স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ন बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ০৯.০৪.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পর্ণশ্রী পল্লী শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৬৮,২৮,০১১.০০ টাকা** (আটষট্টি লাখ আঠাশ হাজার এগার টাকা) **১৯.০৩.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স নিউ লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী : শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস, ইউনিট ঠিকানা** - ১২/১এ, জামির লেন, বালিগঞ্জ স্টেশনের নিকট, ওয়েস্ট সাইড মলের বিপরীতে, কলকাতা - ৭০০০১৯, ওয়ার্ড নং - ৬৮, **আরও ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ৫ম তল, চিন্ময়ী এনক্লেভ, নং ৩২২, উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড, পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা - ৭০০০৬০ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স নিউ লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ** **স্বত্বাধিকারী : শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস** **ইউনিট ঠিকানা :** ১২/১এ,জামির লেন,বালিগঞ্জ স্টেশনের নিকট, ওয়েস্ট সাইড মলের পাশে, কলকাতা : ৭০০০১৯, ওয়ার্ড নং ৬৮। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ৫মতল, চিন্ময়ী এনক্লেভ, নং ৩২২, উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড,পর্ণশ্রী পল্লি, কলকাতা ৭০০০৬০। **শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস (স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা -মেসার্স নিউ লোকনাথ এন্টারপ্রাইজের অ্যাকাউন্টে) (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা-এইচবিএল অ্যাকাউন্ট -শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস এবং শ্রীমতি শুক্লা বিশ্বাস),** পিতা প্রয়াত নীলমণি বিশ্বাস, **রেজি ঠিকানা :** বেহালা সেন্ট্রাল গভ কোয়ার্টার, ব্লক -২২, ফ্ল্যাট নং ৫এ, পো এবং থানা : পর্ণশ্রী, কলকাতা : ৭০০০৬০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ৫মতল, চিন্ময়ী এনক্লেভ, নং ৩২২, উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড,পর্ণশ্রী পল্লি, কলকাতা ৭০০০৬০। **শ্রীমতি শুক্লা বিশ্বাস (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা অ্যাকাউন্ট মেসার্স নিউ লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ) (সহ ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা-এইচবিএল অ্যাকাউন্ট -শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস এবং শ্রীমতি শুক্লা বিশ্বাস),** স্বামী শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস, ফ্ল্যাট ৪০৫, ৫মতল, চিন্ময়ী এনক্লেভ, নং ৩২২, উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড,পর্ণশ্রী পল্লি, কলকাতা ৭০০০৬০। **আরও ঠিকানা :** বেহালা সেন্ট্রাল গভ কোয়ার্টার, ব্লক -২২, ফ্ল্যাট নং ৫এ, পো এবং থানা : পর্ণশ্রী, কলকাতা : ৭০০০৬০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **খ) পর্ণশ্রী পল্লি শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) (লিফট সুবিধা) (টাইলস মেঝে) পঞ্চমতলে, পশ্চিম দিকে, ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ২ বেড রুম, ১ লিভিং/ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ টয়লেট,১ ডব্লু সি এবং এক ব্যালকনি, জি-৪তলা ভবনে নাম চিন্ময়ী এনক্লেভ, নির্মিত জমির পরিমাণ ১৯ ডেসিমেল সমপরিমাণ ১১ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : বেহালা, সিএস দাগ নং ৫৭২, ৫৭৩ এবং ৩১৭৯, আরএস দাগ নং ৩২২৪, সিএস খতিয়ান নং ১৮৭০, আরএস খতিয়ান নং ৮৭৬৯,জেএল নং ২, আরএস নং ৮৩, তৌজি নং ৩৪৬, পরগনা : বালিয়া, থানা : বেহালা, পূর্বতন দক্ষিণ সুবার্বন পুরসভা বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন ওয়ার্ড নং ১৩২, পুরসভা প্রেমিসেস নং ৩২২, উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড, (ডাক ঠিকানা : ১৩৬, বনমালি নস্কর রোড), কলকাতা : ৭০০০৬০, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০২-২০১৭, পৃষ্ঠা ৩১৫৩১ থেকে ৩১৫৬৫, দলিল নং ১৬০২০১০৯৯ -২০১৭ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস ডিএসআর-২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **সম্পত্তি শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস এবং শ্রীমতি শুক্লা বিশ্বাস এর নামে। চৌহদ্দি** : উত্তরে: শঙ্কর চক্রবর্তীর জমি; দক্ষিণে : ২৩ ফুট চওড়া সাগর মান্না রোড; পূর্বে : সাগর অ্যাপার্টমেন্ট; পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	**৬৮,২৮,০১১.০০ টাকা** (আটষট্টি লাখ আঠাশ হাজার এগার টাকা) **১৯.০৩.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **২৯,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (উনত্রিশ লাখ টাকা) খ) **২,৯০,০০০.০০ টাকা** (দুই লাখ নব্বই হাজার টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50313322375** ঙ) **অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩
(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৪.০৩.২০২৫ থেকে ০৮.০৪.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৯.০৪.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET.psballiance.com** সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/স্বত্বাধিকারী(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৫.০২.২০২৫
স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

রানিনগরে ভাগীরথী নদীর পাড়ে ধস, সরানো হল ১০টি পরিবারকে

ঘটনাস্থল পরিদর্শনে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক ও বিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদন, জঙ্গিপুর: ভাগীরথী নদীর পাড়ে বিশাল ধস নামায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ফাটল দেখা দিয়েছে নদীপাড়ের একাধিক বাড়িতে। দশটি পরিবারকে নিরাপদ জায়গায় সরানো হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জের রানিনগরে ভাগীরথী নদীর পাড়ে ধস ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। বেলা যত গড়িয়েছে এলাকার ধস আরও কয়েক ফুট বসে গিয়েছে। রাস্তা সহ কয়েক মিটার এলাকা জুড়ে ধস নামায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী। রাস্তার ধার সংলগ্ন কয়েকটি বাড়ির দেওয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে। বিপদের আশঙ্কা করে বেশ কয়েকটি পরিবারকে সরিয়ে দিয়েছে প্রশাসন। তাদের স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অস্থায়ী শিবিরে রাখা হয়েছে। রাস্তায় ধস নামায় ওই পথে যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে পড়েছে। চরম সমস্যার

সম্মুখীন হতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। স্থায়ী ভাবে নদীর পাড় বাঁধানো বা ওই এলাকায় ব্রিজের দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী।

জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেন বলেন, বছর পাঁচেক আগে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে ওই এলাকায় কাজ করা হয়েছে। নদীর জলের স্রোত ওই এলাকায় গিয়ে আঘাত করার প্রায় প্রতিবছরই এলাকায় ধস নামে। এলাকাবাসীর কথা ভেবে আমরা তাদের পুনর্বাসনের প্রস্তাব দিয়েছি। এলাকাবাসী সে প্রস্তাবে রাজি হয়নি। প্রকৃতির কাছে আমরা অসহায়।

জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে রঘুনাথগঞ্জের রানিনগর পঞ্চায়েতের ভাগীরথী নদীর পাড়ে বৈকুন্ঠপুর কাটানে ধস নামে। এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সহ বেশ কয়েক মিটার এলাকা ধসে গিয়েছে। প্রথম দিকে রাস্তাটির একাংশ প্রায় এক ফুট মতো নিচু হয়ে বসে যায়। কিন্তু বেলা যত গড়ায় প্রায় একশো মিটার রাস্তা সহ এলাকাটি ততই বসতে থাকে। সন্ধ্যা নাগাদ কোথাও পাঁচ ও কোথাও আট ফুট বসে যায়। সন্ধ্যায় জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক একাম জে সিং ও বিডিও সুবীর দাস ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে যান। বিপদের আশঙ্কা করে রাতেই ধস এলাকার দশটি পরিবারকে সরিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় বৈকুন্ঠপুর প্রাথমিক স্কুলে তাদের থাকার বন্দোবস্ত করা হয়।

এদিকে রানিনগর, নতুনগঞ্জ সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের সঙ্গে রঘুনাথগঞ্জের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ছোট বড় যানবাহন ও চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এলাকার কয়েক হাজার মানুষকে পাঁচনপাড়া দিয়ে ঘুরে শহরে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছে। প্রায় ৫০ ফুট নিচু দিয়ে ভাগীরথী নদী বয়ে চলেছে। গ্রীষ্মের মরশুমে নদীতে তেমন জল না থাকলেও নদীর তলদেশে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। তারই টানে এলাকায় ধস নামছে। সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের দাবি তেমনটাই।

রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের বিডিও সুবীর দাস বলেন, এলাকাবাসীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আশেপাশের মানুষকেও সতর্ক করা হয়েছে। রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে শীঘ্রই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মোটরবাইকের তিন আরোহীকে পিষে দিল পণ্যবাহী একটি লরি, চালক ও খালাসি পলাতক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরবাইকের তিন আরোহীকে পিষে দিল পণ্যবাহী একটি লরি। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় বাইকে থাকা তিন বন্ধুর। রবিবার সাতসকালে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বৈষ্ণবনগর থানার ১৮ মাইল এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। এই পথ দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা ঘাতক লরিটিকে ধাওয়া করলে চালক ও খালাসি পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধারের পর মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। পাশাপাশি ঘাতক লরিটিকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকদের নাম সাবির আলম (২৪), রমজান শেখ (১৯) এবং সাদিকাতুল ইসলাম (২০)। তিনজনের বাড়ি মোথাবাড়ি থানার মেহেরাপুর এলাকায়। পুলিশ ও

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাবির কেরলে দিনমজুরির কাজ করে। ঈদের জন্য সে এদিন ট্রেনে করে ফরাক্কা স্টেশনে পৌঁছেছিল। গ্রামের বাড়িতে সাবিরকে আনার জন্য তার দুই বন্ধু রমজান এবং সাদিকাতুল মোটরবাইক নিয়ে ফারাক্কা স্টেশন যায়। সেখান থেকে সাবিরকে তুলে তারা মেহেরপুর গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন। কিন্তু ১৮ মাইল এলাকার জাতীয় সড়কে হঠাৎই একটি পণ্য বোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছন থেকে ওই মোটর বাইকে ধাক্কা মারে। তাতেই তিনজন রাস্তায় পড়ে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তিনজনের।

মৃত সাবিরের কাকা রিন্টু শেখ জানিয়েছেন, ঈদের জন্যই ভাইপো এদিন বাড়ি ফিরছিল। ওকে ওর দুই বন্ধু আনতে গিয়েছিল মোটরবাইকে। এরপরেই এদিন সকাল ৭ টা নাগাদ পথ দুর্ঘটনায় সাবির-সহ তিনজনের মৃত্যুর কথা জানতে পারি। এদিকে এই পথ দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন মোথাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখ জনক। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছে, ১৮ মাইল এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘাতক লরিটিকে আটক করা হয়েছে। চালক এবং খালাসি পলাতক।

নকল ও মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক ওষুধ বিক্রি অভিযোগ উঠল গোঘাটে, প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোঘাট: এবার নকল ও মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক ওষুধ বিক্রি করার অভিযোগ উঠল আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের পশ্চিমপাড়ার কুলতলা এলাকায়। ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ চাষিরা ওই ব্যবসায়ীকে মারতে উদ্যত হয়। পরে অবশ্য স্থানীয় বাসিন্দারাই পরিস্থিতি সামাল দেন। চাষিদের অভিযোগ, মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ দেওয়া হয়েছে। তাও আবার অসৎভাবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া ওষুধের কৌটোতে পেন দিয়ে মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর এই ভাবেই মাসের পর মাস অসৎ উপায়ে দিব্যি ওষুধ বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছিল চাষিদের। দেখা যাচ্ছে যে, কীটনাশক ওষুধের কৌটোয় লেখা আছে অর্থাৎ ওষুধ টি তৈরি হয়েছে ১৯/০৩/২০২৩ আর মেয়াদ শেষ আছে ১৮/০৩/২০২৫। সেখানে কালি দিয়ে ১৮/০৩/২০২৬ করে দিয়ে বিক্রি করা হচ্ছিল। চাষিদের অভিযোগ, ওষুধ গুলি গাছে প্রয়োগ করা হলেও কোনও কাজ হয়নি। তাই চাষে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। এই ভাবেই দিনের পর দিন কীটনাশক গুলি বিক্রি করে দিয়েছে ওই ব্যবসায়ী। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কেন বিক্রি করা হল। কে এর জবাব দেবে। এই ভাবেই কালোবাজারি করছে দিনের পর দিন এসব ব্যবসায়ী। এদের শাস্তির দাবি তুলেছেন তারা। তারা জানান, ঞ্জঝজ্জঙ্গ২৫০ঞ্চজ্ঞ এই ওষুধই বিক্রি করা হয়েছে এলাকায়। চাষিদের অভিযোগ, এর আগেও এই ভাবেই

কালোবাজারি করে ওষুধ দিয়েছিল বলে আমাদের চাষে কোনও কাজে লাগেনি। এবারে হাতেনাতে ধরেছি। এর শাস্তি চাই। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় সমস্ত ক্রেতা ও চাষি এক যোগে জমায়েত হন ওই ব্যবসায়ী শ্রীমন্ত দত্তর দোকানে। তারা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। ব্যবসায়ী শ্রীমন্ত দত্তকে মারমুখী হয়ে ওঠেন। তার দোকানেও চড়াও হয় তারা। তবে স্থানীয় মানুষজনই সামাল দেন। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের মধ্যে সাদ্দাম আলি খান সহ একাধিক জনের বক্তব্য, অবিলম্বে এই ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করতে হবে। দিনের পর দিন এই ব্যবসায়ী কালোবাজারি করেছেন। যদিও অভিযুক্ত ব্যবসায়ী শ্রীমন্ত দত্তের সাফাই আমি কিছুই জানি না। কোম্পানির ঘর থেকে যেমন ভাবে দিয়ে গেছে সেই ভাবেই আমিও বিক্রি করেছি। আমি পেন দিয়ে তারিখ বাড়িয়ে দিইনি।

রবিবার হযরত দাতা মহবুব শাহ ওয়ালী-র পবিত্র মাজার প্রাঙ্গণে ১৩৩ তম উরস মোবারক ও পাথরচাপুরি মেলা ২০২৫-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসে প্রার্থনায় এসআরডি এর চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল, সঙ্গে জেলাশাসক বিধান রায়, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃবৃন্দ।

ছোট্ট শিশুকে গঙ্গায় ফেলে দেওয়ার অভিযোগ সৎ দাদার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নবদ্বীপের গঙ্গায় পাঁচ বছরের শিশুকে ফেলে দিয়ে পলাতক সৎ দাদা। জন্মদিনের কেক কেনার নাম করে ছোট ভাইকে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে নবদ্বীপের গঙ্গায় নৌকো থেকে ফেলে দিল সৎ দাদা। ঘটনাটি ঘটেছে নবদ্বীপ বড়ালঘাটে। মৃত শিশুর নাম সুব্রত বিশ্বাস। বয়স পাঁচ বছর। স্থানীয় স্কুল স্বামী বিবেকানন্দ চাইল্ড ইনস্টিটিউটের ইউকেজির ছাত্র। বাড়ি নবদ্বীপ ব্লকের চরমাজদিয়া চরব্রহ্মনগর পঞ্চায়েতের কপালিপাড়ায়। পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায় যে, ছেলের মা বন্দনা বিশ্বাস তার প্রথম পক্ষের স্বামীকে ছেড়ে দীর্ঘদিন দ্বিতীয় বিয়ে করে দ্বিতীয় স্বামী জয়দেব বিশ্বাসের সঙ্গে সংসার করে। প্রথম স্বামীকে ছেড়ে আসলেও প্রথম স্বামীর বড় ছেলে সুমন দত্ত মা বন্দনা বিশ্বাসের বাড়িতে মাঝে মধ্যেই আসতো। এদিন শনিবার রাত আটটা নাগাদ ছোট ভাই সুব্রতকে কেক কেনার নাম করে পাড়ার ছেলে রাজেশ সরকারের সাইকেল নিয়ে কেক কেনার উদ্দেশ্য রওনা দেয়। যাওয়ার সময় সে সুব্রতর মাসির ছেলেকে সঙ্গে নিলেও পরে চরমাজদিয়া বাজারে কিছু খাদ্যদ্রব্য কিনে ছেড়ে দেয়। এরপর সুমন তার ভাইকে নিয়ে নবদ্বীপ যাওয়ার নৌকোতে উঠে নদী পার করে হঠাৎ ছোট্ট সুব্রতকে নৌকো থেকে নবদ্বীপের গঙ্গায় ফেলে যায়। ইতিমধ্যেই শিশুটির খোঁজে নবদ্বীপের ভাগীরথীতে তল্লাশি শুরু করেছে ডুবুরি।

মুখ্যমন্ত্রীর লন্ডন সফর ঘিরে উচ্ছ্বসিত হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ভারতীয় হাইকমিশনের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। এছাড়াও রয়েছে বাণিজ্য সম্মেলন। শনিবার রাতের বিমানে চড়ে লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর মুখ্যমন্ত্রীর এই লন্ডন সফর ঘিরে খুবই উচ্ছ্বসিত হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন তৃণমূল সাংসদ মুখ্যমন্ত্রীর লন্ডন সফর নিয়ে বলতে গিয়ে প্রথমেই 'ফিঙ্গার ক্রসড' করেন। বলেন, 'দিদি যেখানে থাকেন সব ভালো হয়। পজিটিভ হয় সব কিছু। আমরা সব পজিটিভ কিছু বিশ্বাস

করি। আর দিদি যখন গিয়েছেন তখ ন সাংঘাতিক কিছু একটা খবর হতে চলেছে।'

লন্ডন যাওয়ার আগে রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'আপনারা সকলেই শান্তিতে ভালো থাকুন। আমরা জাস্ট চার-পাঁচদিন থাকব না। তবে যোগাযোগ থাকবে। কোনও রকম কোনও অসুবিধা হলে আমরা দেখে নেব। ভালো থাকুন।'

উল্লেখ্য, বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন, ভারতীয় হাইকমিশনের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বস্তুত, শনিবার ২২ তারিখ সকাল ৯টা ১০ মিনিটের বিমান ধরার কথা ছিল মমতার। দুবাই হয়ে লন্ডন যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হিথরো বিমানবন্দরে আগুন লেগে যাওয়ার কারণে খানিকটা সফরসূচি বদল মমতার। এরপরই বিকেলের বিমান ধরে লন্ডন উড়ে যান তিনি।

ব্রাহ্মণ সংগঠনের মঞ্চে অঙ্কে ভুল মন্ত্রী বেচারাম মান্নার, শোরগোল গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বঙ্গীয় সনাতন ব্রাহ্মণ সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনের মঞ্চে মন্ত্রীর অঙ্কে ভুল। হকচকিত সনাতন ব্রাহ্মণ সমাজ। বঙ্গীয় সনাতন ব্রাহ্মণ সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে গোঘাটের কামারপুকুরে একটি বেসরকারি হোটেলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। সংগঠনের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন মন্ত্রী। মন্ত্রী বলেন, সংগঠনের সদস্যদের পরিচয় পত্র করিয়ে দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে নতুন করে পরিচয় পত্র করিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। সংগঠনের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলতে গিয়ে মন্ত্রী অঙ্কে একটু তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। মন্ত্রী বলেন, তিথি নক্ষত্র দিনক্ষণ মেনে বড় আকারের কলকাতায় সম্মেলন করা হবে। এখানে প্রায় ৪০০ জন উপস্থিত আছেন সকলের ১০ জন করে সম্মেলনের নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে। তাহলে ৪০০ অ ১০ অর্থাৎ ৪০ হাজার। আর এই নিয়েই সনাতন ব্রাহ্মণ সংগঠনের সদস্যরা মন্ত্রীর অঙ্কে ভুল নিয়ে হকচকিত হয়ে যান। পাশাপাশি মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, কলকাতায় যে সমাবেশ করা হবে তার জন্য কোনও ব্রাহ্মণকে দায়িত্ব নিতে হবে না। সব দায়িত্ব তিনি নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। জানা গেছে, এদিন আরামবাগ মহকুমা তথা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বহু ব্রাহ্মণ এই সম্মেলনে সামিল হন। তাদের দাবি, এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গের সব ব্রাহ্মণদের এক ছাতার তলায় নিয়ে আসা। আর বহু সংখ্যক পুরোহিতের সরকারি ভাতার ব্যবস্থা করা। সবমিলিয়ে এদিন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পর গোঘাটের পান পাতা এলাকার মা তারার কালী মন্দিরে পুজো দেন।

আসন্ন ঈদ উপলক্ষে সিঙ্গুরে দু'হাজার সংখ্যালঘু মানুষকে নববস্ত্র উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: রবিবার সিঙ্গুর বিধানসভার অন্তর্গত সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির হলে পবিত্র ঈদ উপলক্ষে সিঙ্গুর ব্লকের বাসুবাটী, কেজিডি অঞ্চল, বলরামবাটি অঞ্চল বেড়াবেড়ী অঞ্চল, সিঙ্গুর ১ নং অঞ্চল, সিঙ্গুর ২ নং অঞ্চল, নসিবপুর অঞ্চল, মির্জাপুর বাঁকিপুর অঞ্চল সহ মোট ১০টি অঞ্চলের ২০০০ জন সংখ্যালঘু মা, ভাই, বোনদের হাতে নতুন বস্ত্র উপহার দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না।

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, খুশির ঈদ সামনে তাই এই উপলক্ষে সংখ্যালঘু ভাই-বোনদের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হল। কয়েকদিন ধরে চলছে নববস্ত্র

বিতরণ করার পালা, আগামী দু-তিনদিন চণ্ডীতলা, হরিপাল ব্লকে বস্ত্র বিতরণ করা হবে।

রবিবার সন্ধ্যায় জনজাতি জীবনের প্রাণপুরুষ ভগবান বীরসা মুন্ডার জন্ম সার্ধশতবর্ষে সংস্কার ভারতীর বীরভূম জেলা শাখার নৃত্যনাট্য ধরতী আবা বীরসা এক অমর গাথা মঞ্চস্থ হল সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে। এর পাশাপাশি রবীন্দ্র আলোয় উচ্চারিত দুই প্রবাদপ্রতিম শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্রকেও গীতি আলেখ্যের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এবার বিষ্ণুপুরে ভূতুড়ে ভোটারের হদিস, শাসক বিরোধী তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: বাঁকুড়া জেলা বিষ্ণুপুর ব্লকের উলিয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মুনি নগর বুথ। এই বুথে রয়েছে মোট ৯৮৫ জন ভোটার। এরমধ্যে দু'জন ভোটার ভূতুড়ে দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বরা ভোটার লিস্ট নিয়ে গ্রামে যাচাই করতে গেলে তখন তাদের নজরে আসে বিষয়টি। দেখা যায় ভোটার লিস্টে ৯৮১ সিরিয়াল নম্বরে এপিক নম্বর থাকলেও ভোটারের নাম ও তার বাবার নাম উল্লেখ নেই, অথচ ছবি রয়েছে। ৯৮৪ নম্বর সিরিয়াল লিস্টে নাম রয়েছে অনুরাধা বেরা, বাবার নাম অসীম কুমার বেরা, এপিক নম্বর রয়েছে, ছবিও দেওয়া রয়েছে অথচ আশ্চর্য জনকভাবে এই মহিলাকে এলাকার কেউই চেনেন না, চেনেন না জনপ্রতিনিধিরাও। অর্থাৎ এই দু'জনের কোনও অস্তিত্বই নেই দাবি তৃণমূলের। এরপরেই শোরগোল পরে এলাকায়, স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের দাবি, বিজেপি এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তাদের ভোটব্যাংক বাড়ানোর জন্য। বিষয়টি নির্বাচন কমিশন ও তৃণমূলের ওপর নেতৃত্বকে জানানো হবে। তারা চাইছে ভোটের আগে এলাকায় স্বচ্ছ তালিকা প্রকাশ করা হোক। বিজেপি অবশ্য সমগ্র ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকেই দোষারোপ করছে, বিজেপির দাবি ভোটার লিস্ট তৈরি করে বিএলআরও অর্থাৎ তাকে ধরলেই সমস্ত বিষয় বেরিয়ে আসবে।

বাল্যবিবাহ রুখতে অভিনব কর্মসূচি বীরভূম জেলা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: বাল্যবিবাহে বীরভূম জেলার সংকটজনক পরিস্থিতি দূর করতে অভিনব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বীরভূম জেলা প্রশাসন। সহায়তায় বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী সহ জেলার সমস্ত সাংস্কৃতিক সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সমস্ত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিগণ, জেলার স্বনির্ভর দলের সদস্যারা ও অন্যান্য সংগঠনগুলি। একদিনে একই সময়ে বাল্যবিবাহ সচেতনতা বিষয়ক একটি নির্দিষ্ট নাটক অভিনীত হবে জেলার প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে।

আগামী ২৬ মার্চ বিশ্ব নাট্য দিবসের প্রাক্কালে জেলার অষ্টম থেকে দ্বাদশ ক্লাস যেখানে আছে এমন বিদ্যালয়গুলিতে সাড়ে এগারোটা থেকে শুরু হবে বিশেষ আলোচনা। ঠিক বারোটায় সারা জেলার সব স্কুলে ছাত্রীরা তিনটি ঘণ্টাধ্বনি করবে। তারপর স্লোগান।

বারোটা দশ মিনিটে শুরু হবে নাটক 'নারী নক্ষত্র'। বিদ্যালয়ের এই বিশেষ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন অভিভাবক - অভিভাবিকা, আশা - অঙ্গনওয়ারি কর্মীগণ, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, জন প্রতিনিধিগণ প্রমুখ। নাটক শেষে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে শপথ নেবেন সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষ। এছাড়াও ২৪ মার্চ, বিদ্যালয় থেকে পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জানুয়ারি থেকে জেলা মহকুমা ও ব্লক স্তরে ধারাবাহিকভাবে কর্মশালা হয়েছে। জেলাশাসকের একটি স্লোগান বীরভূম জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে -

'জেলা জুড়ে এক স্বর
বাল্যবিবাহ রদ কর'।

এই কর্মসূচীতে ব্লক এবং পঞ্চায়েত যাতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকে তার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়।

শ্যামপুরে কবি সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপর: রবিবার হাওড়ার শ্যামপুরে 'শ্যামপুর সংস্কৃতি' পত্রিকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল কবি সম্মেলন। শ্যামপুর, বাগনান সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে কবিরা সমবেত

হয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন সম্পাদক অসিত বরন সাউ। গিটার বাদক শুভেচ্ছা সামন্তের গিটার সকলের মন কাড়ে। উপস্থিত ছিলেন কবি কাশীনাথ মণ্ডল, প্রভাত মণ্ডল, সনৎ ঘোষ, মুক্তি প্রসন্ন পাখিরা, শর্মিষ্ঠা মণ্ডল প্রমুখ

রবিবার হাওড়ার বাগনানে হাওড়া গ্রামীণ পুলিশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন বয়সের ১২৮০ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।

কেক বানানো শিখিয়ে দক্ষিণের মহিলাদের স্বর্নির্ভর করছেন উত্তরের মীনু ছেত্রী

চিত্ত মাহাতো

মেদিনীপুর: দক্ষিণবঙ্গের মেয়েদের কেক বানানো শিখিয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছেন উত্তরবঙ্গের মেয়ে মীনু ছেত্রী। মীনুর থেকে ছোট বড় হয়ে ওঠা স্কুল কলেজে পড়াশুনো সব দার্জিলিঙয়ে। ১৬ বছর আগে বিবাহ সূত্রে মেদিনীপুর শহরে এসেছেন।

স্বামী সিভিল ইঞ্জিনিয়র। শ্বশুরবাড়িতে এসে এই পাহাড়ি মেয়েটি বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকতে পারেনি। নিজের জন্য কিছু করার পাশাপাশি যাতে অন্যান্য মহিলারাও উপকৃত হতে পারেন এজন্য কলকাতার একটি সংস্থায় কেক বানানোর প্রশিক্ষণ নেন। আজ থেকে দু'বছর আগে প্রশিক্ষণ শেষ করে মেদিনীপুরে ঘরোয়া কেক

বানানো শুরু করে উপার্জন করতে থাকেন। মীনু ছেত্রী চাইতেন তার মতো এখানকার গৃহবধূরাও কেক বানিয়ে উপার্জন করুক। প্রথমে পাড়া-প্রতিবেশীদের ধরে এনে শেখ াতেন। শুরু করেছিলেন ১০ জন মহিলাকে নিয়ে। তারপর আর কাউকে ডেকে আনতে হয়নি, প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ক্রমশ ভিড় বাড়তে থাকে। এখনো পর্যন্ত তাঁর কাছে প্রায় দুই হাজার মহিলা কেক বানানোর প্রশিক্ষণ নিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা সকলেই এখন সফলভাবে জন্মদিন, রিসেপশন বা ছোট কোনো অনুষ্ঠানের অর্ডার ধরে কেক বানিয়ে বিক্রি করছেন।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, খ ড়গপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোনা এলাকা থেকে মহিলারা কেক বানানো শিখ তে আসছেন। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও আসছেন। রীতিমতো শ্রেণিকক্ষের মতোই তাঁর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অন্দরমহল কেক বানানোর সব সরঞ্জাম ঠাসা।

শিক্ষার্থীদের শেখাচ্ছেন হোম মেড কেক, ড্রাই ফ্রুটস কেক, চকোলেট কেক, চিজ কেক আর 'থিম কেক'। থিমের ওপর কেকটা বানানো বেশি শিখছেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। কেক বানানোর কথা তিনি 'দিদি নম্বর ওয়ানে' শুনিয়েছেন। কেক বানানোর জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বহু পুরস্কারও পেয়েছেন।

মীনু ছেত্রী জানান, তিনি মেরি কমকে দেখে শিখেছেন মেয়েদের কখনও থেমে যেতে নেই। সাফল্য অর্জন থেকে একে ধরে রাখার কৌশল অবলম্বন করেই এগিয়ে যেতে হবে। তিনি জানান, ঘরে বানানো এসব কেকে কোনো রকম প্রিজারভেটিভ দেওয়া হয় না। উপকরণ সব স্বাস্থ্যকর। তবে দু'দিনের মধ্যে খেতে হবে। মীনু এখ ন আরো একটি জিনিস শেখাচ্ছেন তা হল 'রেজিন আর্ট'। বর কনের বিয়ের মালা, ফুল কনের মুকুট রেজিন নামে এক রাসায়নিকে ডুবিয়ে রাখা হয়। এরপর তা দম্পতির বিয়ের ফটো ফ্রেমের চারপাশের আঠা দিয়ে লাগানো হয়। যা বছরের পর বছর একইভাবে থেকে যাবে। শোকেসে বা টেবিলে শোভা পাবে। হাত থেকে পড়লেও ভাঙবে না।

আইপিএলে প্রথম সেঞ্চুরি ঈশানের, রান পাহাড়ে চড়ে জিতল হায়দরাবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৪ ম্যাচে ১৪৮.৮৩ স্ট্রাইক রেটে ৩২০ রান। তবু আইপিএলের সর্বশেষ মৌসুমটাকে ভালো বলার উপায় নেই ঈশান কিষানের। ১৪ ইনিংসে মাত্র একবার ৫০ ছুঁতে পেরেছিলেন। তাঁর দল মুম্বাই ইন্ডিয়ানস একদমই ভালো করতে পারেনি। ১০ দলের মধ্যে দশম হয়েছিল ঈশানের মুম্বাই।

ঈশানকে এরপর ছেড়ে দেয় মুম্বাই। নিলামে তাঁকে কিনে নেয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। আর নতুন দলে অভিষেকেই আজ সেঞ্চুরি পেয়ে গেলেন ভারতীয় ব্যাটসম্যান। ১০ বছর ও ১০৬ ম্যাচের আইপিএল ক্যারিয়ারে যা ঈশানের প্রথম সেঞ্চুরিও। সেটি ঈশান পেলেন আইপিএল ক্যারিয়ারে নিজের ১০০তম ইনিংসে!

ঈশানের সেঞ্চুরির ম্যাচটা বড় ব্যবধানেই জিতেছে হায়দরাবাদ। মাত্রই ১ রানের জন্য আইপিএলে নিজেদেরই গড়া দলীয় সর্বোচ্চ রানের স্কোর ছুঁতে না পারা হায়দরাবাদ করে ৬ উইকেটে ২৮৬ রান। রান তাড়ায় রাজস্থান রয়্যালস পুরো ২০ ওভার খেলে করতে পারে ৬ উইকেটে ২৪২ রান। হায়দরাবাদ জিতেছে ৪৪ রানে।

হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে ঈশান যখন ব্যাট করতে নামেন ৩.১ ওভারে হায়দরাবাদের স্কোর ৪৫/১। ১১ বলে ২৪ রান করে মাত্রই ফিরে গেছেন অভিষেক শর্মা। এরপর ৩৮ বলেই আরেক ওপেনার ট্রাভিস হেডকে নিয়ে ৮৫ রান যোগ করেন ঈশান।

৩১ বলে ৬৭ রান করে অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যান হেড ফেরার পর নিতীশ কুমার রেড্ডি (১৫ বলে ৩০) ও হাইনরিখ ক্লাসেনের (১৪ বলে ৩৪) সঙ্গে ৭২ ও ৫৬ রানের জুটি গড়েন ঈশান। ১৯তম ওভারের দ্বিতীয় বলে ক্লাসেন যখন ফিরলেন ৮৬ রানে অপরাজিত ভারতের হয়ে ৩২টি টি-টোয়েন্টি খেলা ঈশান।

সন্দীপ শর্মার করা ওই ওভারের চতুর্থ ও পঞ্চম বলে টানা দুই ছক্কায় ৯৮ রানে পৌঁছে যাওয়া ঈশান ওভারের শেষ বলে 'ডাবল' নিয়ে পৌঁছে যান ১০০-তে। ৪৭ বলে ১০৬ রান করার পথে ১১টি চার ও ৬টি ছক্কা মেরেছেন ঈশান।

ঈশানদের ঝড়টা সবচেয়ে বেশি টের পেয়েছেন জফরা আর্চার। ইংলিশ পেসার ৪ ওভারে দিয়েছেন ৭৬ রান। যা আইপিএলে সবচেয়ে ব্যয়বহুল বোলিংয়ের রেকর্ড। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে এক ম্যাচে এর চেয়ে বেশি রান দেওয়ার ঘটনা আছে মোটে সাতটি।

রান তাড়ায় নিজেরাও বড় রান করলেও একবারও মনে হয়নি রাজস্থান এই ম্যাচ জিততে পারে। দলটির হয়ে ৩৫ বলে সর্বোচ্চ ৭০ রান করেছেন ধ্রুব জুরেল। এ ছাড়া ৩৭ বলে ৬৬ রান করেন ইমপ্যাক্ট হিসেবে নামা ওপেনার সঞ্জু স্যামসন।

আইপিএলে কেকেআরকে হারানোর পরের দিন আরসিবি তারকারা কলকাতায় কাটালেন। যোগ দিলেন স্পনসরদের অনুষ্ঠানে। প্রতি বছরের মতো এবারও আরসিবি একটি বিকেলের ম্যাচ খেলবে সবুজ জার্সি পরে। তা আজ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হলো। বিরাট ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আরসিবি অধিনায়ক রজত পাটীদার, দেবদত্ত পাড়িক্কল।

মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে ইফতার পার্টি।

ক্যালকাটা প্রিমিয়ার হকি লিগে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে ৩-১ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় মোহনবাগান। বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের এর সভাপতি তথা মন্ত্রী সুজিত বোস ও কিংবদন্তি হকি খেলোয়াড় গুরবক্স সিং।

গ্রেফতারে কি গাফিলতি এড়ানো যায়! দায় নেবেন কে?

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

জুজুর ভয় শুধু। আসলে ফোঁপড়া। কতটা ফাঁপা তা বুঝিয়ে দিল শনিবার আইপিএল -এর কলকাতা-বেঙ্গালুরু ম্যাচে ইডেন গার্ডেন্সের নিরাপত্তা বলয় পেরিয়ে মাঠে ঢুকে পড়া এক যুবক।* কী করছিল তখন ইডেন পাহাড়া দেওয়া কর্তব্যরত পুলিশ অফিসাররা! সিএবির অন্দরেই ফিসফাস, অর্ধেক খেতে ব্যস্ত আর অর্ধেক খেলা দেখতে। সিনেমার টিকিটবয়দের মত সিটে বসিয়ে দিয়েই খেলখতম হয়ে যায় তাদের। আসলে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। অনেকেই আবার প্রশ্ন তুলেছেন এই যদি নিরাপত্তার হাল হয়, তাহলে রামনবমীর দিন বিশেষ দলের সমর্থকদের অস্ত্র হাতে মিছিল সামলাবেন কীভাবে তারা! যদিও কলকাতা পুলিশ বারবারই জানিয়েছিল তারা অক্ষম সেদিন নিরাপত্তা দিতে। তাদের আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি ছিল না সরাসরি বিরাট কোহলিকে ম্যাচের মধ্যে আমজনতার একজন জড়িয়ে ধরাতেই তার প্রমাণ। এর আগেও দেখা গেছে ম্যাচ চলাকালীন মিডিয়া সেন্টারে ঢুকে পড়েছিলেন এক ড্রাইভার। সে অবশ্য সিএবির কর্তারা জেনেও অন্ধ সেজে ছিলেন কারণ টিকিটটা তাদেরই পরিচিতর হাত থেকে গিয়েছিল। সেটা টেলিকাস্ট হয়নি, এটা হয়েছে। কে দিয়েছে টিকিট সে প্রশ্ন অবান্তর। শনিবার আইপিএলের কলকাতা-বেঙ্গালুরু ম্যাচে ইডেন গার্ডেনসের নিরাপত্তা বলয় পেরিয়ে মাঠে ঢুকে পড়েছিলেন যুবক। ঋতুপর্ণ পাখিরা নামে সেই তরুণ থাকে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানা এলাকায়।* জানা গিয়েছে, এরপরই বছর আঠেরোর ঋতুপর্ণকে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে। সেই মামলায় রোববার তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সাব ইন্সপেক্টর ইউ আলির অভিযোগের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তড়িঘড়ি এমন ব্যবস্থা নিলেও শাক দিয়ে যেমন মাছ ঢাকা যায় না, তেমন গাফিলতিও এড়ানো যাবে না। যদিও এই ঘটনা প্রথম নয়। সিএবির কর্তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৈঠক সেরে কী ব্যবস্থা করেন তাও বোঝা দায়!

ইডেনে ক্রিকেট কর্তাদের ভিড়ে মধ্যমণি অভিষেক

বাঁদিকে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহর সঙ্গে অভিষেক ডালমিয়া ও ডানদিকে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাকারিয়ার সহ অন্যান্য বোর্ড কর্তাদের সঙ্গে অভিষেক ডালমিয়া।

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের উদ্বোধনের মঞ্চে হাজির হয়েছিলেন একাধিক তারকা। মাঠে হাজির হয়েছিলেন ক্রিকেট বোর্ডের কর্তাব্যক্তিরা। এরমধ্যেও ইডেনে মধ্যমণি একজনই, যিনি বাংলার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই সৌজন্যতা সেরেছেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ। সুনাম করে কাছে টেনে নিয়েছেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। আইপিএল গর্ভনিং কাউন্সিলের বাংলার মুখ একজনই, তিনি অভিষেক ডালমিয়া। বোর্ডের অন্যান্য কর্তারাও ভূয়শী প্রশংসা করেন অভিষেক ডালমিয়ার। জয় শাহ যেমন সহকর্মীর কথা বলেন, তেমনই বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাকারিয়াও অসমের দায়িত্বে থাকার সূত্রে অভিষেককে ভালভাবেই চেনেন। জগমোহন ডালমিয়ার সম্পর্কে যেমন সাকারিয়া জানেন, তেমনই অভিষেকের আমলে ঝুলন গোস্বামীর স্টান্ডসহ সিএবির উন্নতি সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল। ক্রিকেট দুনিয়ায় জগমোহন ডালমিয়ার সুযোগ্য পুত্র অভিষেক যে ময়দান- সিএবি-বিসিসিআই সবায়েরই প্রিয়।

সিএবির মেডিক্যাল ব্যবস্থাপনায় খুশি শাহরুখ শুভেচ্ছা জানালেন প্রদীপ কুমার দে' কে

নিজস্ব প্রতিনিধি: তিনি ক্রিকেটারদের ভরসা। ময়দানের পরিচিত মুখ উত্তর কলকাতার প্রদীপ কুমার দে। এর আগে তাঁকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন ভারতের টি২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব থেকে ইংল্যান্ড অধিনায়ক জস বাটলার থেকে ব্রেন্ডন ম্যাককালাম পর্যন্ত। সবসময়ই তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সিএবির মেডিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন প্রদীপ কুমার দে (জয় জগন্নাথ বাপি) । আন্তর্জাতিক ম্যাচ হোক বা আইপিএল, প্রতিবারই সজাগ থাকেন ক্রিকেটারদের নিয়ে। এবার বলিউড তারকা ও কেকেআর কর্ণধার শাহরুখ খান মুগ্ধ প্রদীপ কুমার দে'র ব্যবস্থাপনায়। ম্যাচ হারলেও নিজের দায়িত্বে কিং খানের মন জিতে নেন প্রদীপ কুমার দে। আলাদাভাবেই শুভেচ্ছা জানান তাঁকে। তবে শাহরুখের প্রশংসা আগেও পেয়েছেন তিনি। প্রদীপ কুমার দে বলেন, আমি আমার দায়িত্বটুকু নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাই। ভবিষ্যতেও করব।

ইডেন থেকে বেরনোর সময় মেডিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার দে' কে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন শাহরুখ খান।

■ **ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নব রূপকার দীপক (পল্টু) দাসের ২৪ তম প্রয়াণ বার্ষিকীতে সকালে ক্লাব তাঁবুতে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রাক্তন খেলোয়াড় ভাস্কর গাঙ্গুলি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রশান্ত ব্যানার্জি, বিকাশ পাঁজি, অনিত ঘোষ, সাধারণ সচিব রূপক সাহা, কর্মসমিতির সদস্য দেবব্রত সরকার এবং কর্মসমিতির অন্যান্য সদস্যগণ।**

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

প্রশ্নপত্র ফাঁস অসমে, একাদশ শ্রেণির বোর্ডের বাকি পরীক্ষা বাতিল সরকারের

ডিব্রুগড়, ২৩ মার্চ: এবার প্রশ্নপত্র ফাঁস অসমে। তার জেরে সে রাজ্যের একাদশ শ্রেণির বোর্ডের বাকি সব পরীক্ষা বাতিল করল সরকার। শিক্ষামন্ত্রী রনোজ পেগু জানান, আগামী ২৪ থেকে ২৯ মার্চ পর্যন্ত একাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। মোট ৩৬টি বিষয়ের পরীক্ষাই বাতিল করতে হচ্ছে। কারণ, বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকটি প্রশ্নফাঁস হয়েছে। তবে এই বাতিল হওয়া পরীক্ষা আবার কবে হবে, তা নিশ্চিত করেননি শিক্ষামন্ত্রী।

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে একাদশ শ্রেণির বাকি পরীক্ষা বাতিল করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, অসমের উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম বর্ষ অর্থাৎ একাদশ শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল চলতি মাসের ৬ তারিখ। কিন্তু পরীক্ষা চলাকালীন বার বার প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ উঠেছে। থানায় অভিযোগও দায়ের হয়েছে। প্রশ্নফাঁসের অভিযোগের জেরে শুক্রবারের অঙ্ক পরীক্ষা বাতিল করতে হয়। এ বার ২৪ থেকে ২৯ মার্চের মধ্যে অনুষ্ঠিত সব পরীক্ষাই বাতিল করলেন কর্তৃপক্ষ। সোমবার বোর্ডের বৈঠকে পরীক্ষার পরবর্তী সূচি নিয়ে আলোচনা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, রাজ্যজুড়ে তিনটি সরকারি প্রতিষ্ঠান-সহ ১৮টি স্কুলে নির্ধারিত পরীক্ষার এক দিন আগে গণিতের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নিয়েছে। তিনটি সরকারি স্কুলের বিরুদ্ধেও কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তা-ও বিবেচনা করা হচ্ছে। এ ছাড়াও, ১০ জেলার ১৫টি বেসরকারি স্কুলের স্বীকৃতি ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে সরকার।

কী ভাবে গণিতের প্রশ্নপত্র ফাঁস হল? ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরও। জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলি পরীক্ষার দিনের আগেই সিল করা প্রশ্নপত্রের খাম খুলেছিল। মনে করা হচ্ছে, তার পরই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ক্ষেত্রেও সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

বড়সড় যৌনচক্রের পর্দাফাঁস, উদ্ধার ৩ নাবালিকা

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ: দিল্লিতে পাহাড়গঞ্জ এলাকায় বড়সড় যৌনচক্রের পর্দাফাঁস। অভিযুক্তদের পাকড়াও করতে গ্রাহক সেজে অভিযান চালাল দিল্লি পুলিশ। এই অভিযানে ৩ নাবালিকা ও ১০ জন বিদেশি-সহ মোট ২৩ জনকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ১০ জন নেপালের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। মানবপাচার চক্র চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৭ জনকে।

পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, অনেকদিন ধরে পাহাড়গঞ্জ থানা এলাকায় বড়সড় যৌনচক্র ও মানবপাচারের খবর পাওয়া যাচ্ছিল। সেইমতো গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালায় পুলিশ। পাহাড়গঞ্জ বাজার এলাকায় এক বাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয় ২৩ জন মহিলাকে। উদ্ধার হওয়া মহিলাদের বেশিরভাগই পশ্চিমবঙ্গ ও নেপালের বাসিন্দা। মোটা বেতনের কাজের টোপ দিয়ে এখানে এনে তাঁদের জোর করে যৌন পেশায় নিযুক্ত করা হয়েছিল। জানা যাচ্ছে, গ্রাহকদের চাহিদা মতো মোটা টাকার বিনিময়ে এই মহিলাদের বিভিন্ন হোটেলে পাঠানো হত। পুলিশের দাবি অনুযায়ী, অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশ নিজেরাই গ্রাহক সেজে ফোনে যোগাযোগ করে এই চক্রের মাথাদের সঙ্গে। এরপর স্কুটারে করে মহিলাকে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে আসে এই দলের একজন।

হাসপাতালের ভিতরেই গুলিবিদ্ধ আধিকারিক

পাটনা, ২৩ মার্চ: পাটনায় হাসপাতালের ভিতরেই গুলিবিদ্ধ অধিকর্তা! তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় দ্রুত এইমসে ভর্তি করা হলে সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলে জানা যাচ্ছে। নিহত চিকিৎসকের নাম সুরভি রাজ। তিনি পাটনার এশিয়া হাসপাতালের অধিকর্তা ছিলেন বলে জানা যাচ্ছে।

পাটনার পুলিশ কর্তা অতুলেশ ঝা সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের সঙ্গে কথা বলার সময় জানিয়েছেন, 'শনিবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ আমরা জানতে পারি এশিয়া হাসপাতালের ডিরেক্টর সুরভি রাজ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। পুলিশ সেখানে পৌঁছে জানতে পারে, হাসপাতালের কর্মীরা অধিকর্তার ঘরে ঢুকে দেখতে পান রক্তস্নাত অবস্থায় তিনি পড়ে রয়েছেন। দ্রুত তাঁকে এইমসে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তদন্তকারীরা ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন। তদন্ত চলছে।' তিনি জানিয়েছেন, খতিয়ে দেখা হচ্ছে হাসপাতালের সিসিটিভি।

জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে দুই শিক্ষানবিশ চিকিৎসকের সঙ্গে হাসপাতালের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বৈঠক করেছিলেন সুরভি। পরে তাঁদের অন্য একটি ঘরে বসতে বলা হয়। তাঁরা সেখানে বসে থাকা অবস্থায় শধ পেয়েছিলেন।

TENDER NOTICE

Tender is invited through offline Bid System .
NIT No: - 07/15TH F.C/ NGP/2024-25 Dt.- 17.03.2025.
The Last date for submission of Application **25.03.2025 upto 04.00 P.M.**
For details please visit Office Notice Board.

Sd/- Prodhan
Nurpur Gram Panchayat
Suti-I Block, Murshidabad

যুদ্ধবিরতি শেষ হতেই দক্ষিণ গাজায় হামলা চালাল ইহুদি সেনা, মৃত ২৬

জেরুজালেম, ২৩ মার্চ: যুদ্ধবিরতি চুক্তি শেষ হওয়ার পর গাজাতে নতুন করে নরক বানাতে উঠে পড়ে লেগেছে ইজরায়েল। শনিবার রাতভর দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে বিমান হামলা চালালো ইহুদি সেনা। এই ঘটনায় অন্তত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি মৃতের তালিকায় রয়েছেন শীর্ষ হামাস নেতা তথা প্যালেস্টাইন সংসদের সদস্য সালাহ আল-বারদাউইল এবং তাঁর স্ত্রী। হামলার সময়ে তাঁবুতে ঘুমোচ্ছিলেন তাঁরা।

দক্ষিণ গাজার দুটি হাসপাতালের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ওই হামলার ঘটনার পর সারারাতে ২৬টি মৃতদেহ এসেছে আমাদের কাছে। যাঁদের বেশিরভাগই মহিলা ও শিশু। তবে এই ২৬ জনের তালিকায় ওই হামাস নেতা ও তাঁর স্ত্রীর উল্লেখ নেই। এদিকে হামলার পর ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জানিয়ে দিয়েছেন, আমাদের এই হামলার মূল লক্ষ্য হল হামাসকে গাজার মাটি থেকে পুরোপুরি নির্মূল করা। যতক্ষণ ইজরায়েলি পণবন্দিরা গাজায় আটকে থাকবেন, ততক্ষণ ইজরায়েল কোনও দয়া দেখাবে না। উল্লেখ্য, হামাসের সঙ্গে পণবন্দিদের মুক্তির ২ মাসের সংঘর্ষবিরতি চুক্তি করেছিল ইজরায়েল। সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই নতুন করে নরক দর্শন করেন গাজাবাসী। গত মঙ্গলবার বেলাগাম বিমান হামলা চালানো হয় গাজার মাটিতে। সেই হামলায় অন্তত ৫০০ জন প্রাণ হারান বলে জানা যায়। যাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন শিশু ও মহিলা। শুধু তাই নয়, এই হামলায় একাধিক শীর্ষ হামাস জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করে ইজরায়েল।

তবে হামলা শুধু গাজায় আটকে নেই, ইজরায়েলের মাটিতে রকেট হামলার অভিযোগে লেবাননে হেজবোল্লার ঘাঁটিতেও বেলাগাম বোমাবর্ষণ করেছে ইহুদি সেনা। সেই হামলায় ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও লেবাননের দাবি, তাদের তরফে কোনও রকেট হামলা চালানো হয়নি।

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/586/24-25 Dated 21.03.2025	Construction of Concrete Road at Srabani Complex road bye lane at Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 6,99,468.00
WBMAD/ULB/ RSM/587/24-25 Dated 21.03.2025	CONSTRUCTION OF SURFACE DRAIN AT RAMKRISNANAGAR MAA APARTMENT TO H/O. SUVO TALUKADAR & KHANINDRA DAS HOUSE TO SANJAY SAHA HOUSE IN WARD NO-05 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.. Drain Length :- 77.0 +218=295 M.	Rs. 8,30,606.00

Bid Submission end date: **02.04.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

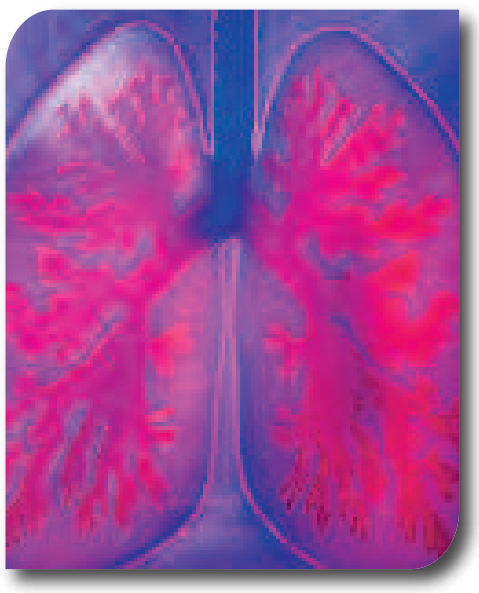

আরোগ্য

সোমবার • ২৪ মার্চ ২০২৫ • পেজ ৮

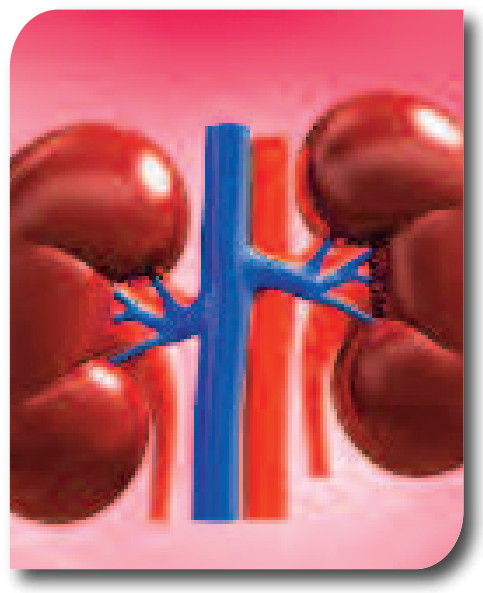

বিশ্ব সিওপিডি দিবস

পালন এবং বাঁচার লড়াই

ডাঃ শামসুল হক

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে - কবিগুরুর এই মহৎ উক্তিটি মনে রেখেই এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে ভালোবাসি আমরা। আর সেই জন্যই আমাদের এই নিত্য দিনের সংগ্রাম । কিন্তু আমাদের ই মনের অজান্তে, কখনও কখনও এমনই অনেক অজানা রোগ অযাচিতভাবে এসে আমাদের দেহের ভিতরে বাসা বাঁধতে শুরু করে যে, আমরা তা টের ও পাই না। ফুসফুসের নাছোড়বান্দা এই রোগ , ক্রনিক অবস্টাটট্রিভ পালমোনারি ডিজিজ হল তেমনই একটা ব্যাধি যা সারাজীবনের সঙ্গী হ ওয়ার বাসনা নিয়েই হাজির হয় অভাগা কোন মানুষের ই মনের দুয়ারে।

অবশ্য সেজন্য আমরাও তো কম দায়ী নয়। আমরাই আমাদের নিজস্ব কিছু বদ অভ্যাসকে মনেরই অজান্তে এমনই ভাবে লালন পালন করে ফেলি যে তারই ফলস্বরূপ এই রোগের শিকার হই আমরা। ধূমপানের বদ অভ্যাস যে আমাদের অতি মারাত্মক এক অভ্যাস সেটা জেনে বুঝেও তাকে গ্রহন করে নিয়েছি অতি আদরের সঙ্গেই। আর তারই ফলস্বরূপ নানান অজানা রোগ দেখা দিচ্ছে আমাদের ফুসফুসের মধ্যে।

ক্রনিক অবস্টাটট্রিভ পালমোনারি ডিজিজ, সংক্ষেপে যাকে বলা হয়ে থাকে সিওপিডি - তাই হল ধূমপানের অভ্যাসগত এক ফলাফল মাত্র। অবশ্য কেবলমাত্র ধূমপানই নয়, মানুষের জীবনে এই রোগের আর্বিভাবের জন্য দায়ী আরও অনেক প্রাকৃতিক কারণ ও । মোটামুটি বদ্ধ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই বসবাস করেন যে সমস্ত মানুষ অথবা যারা থাকেন কলকারখানার কাছাকাছি, সেখানকার ধূলো ধোঁয়া মিশ্রিত বাতাসের মাধ্যমেও সংক্রামিত হতে পারে সেই রোগ। আবার যারা দীর্ঘদিন ধরেই সেইসব কলকারখানায় কাজ করেন তাঁরাও সেই ধরণের ভয়াবহ রোগের শিকার হতে পারেন।

যে সমস্ত মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ভুগে থাকেন অ্যাজমা রোগে তাঁদের ও হতে

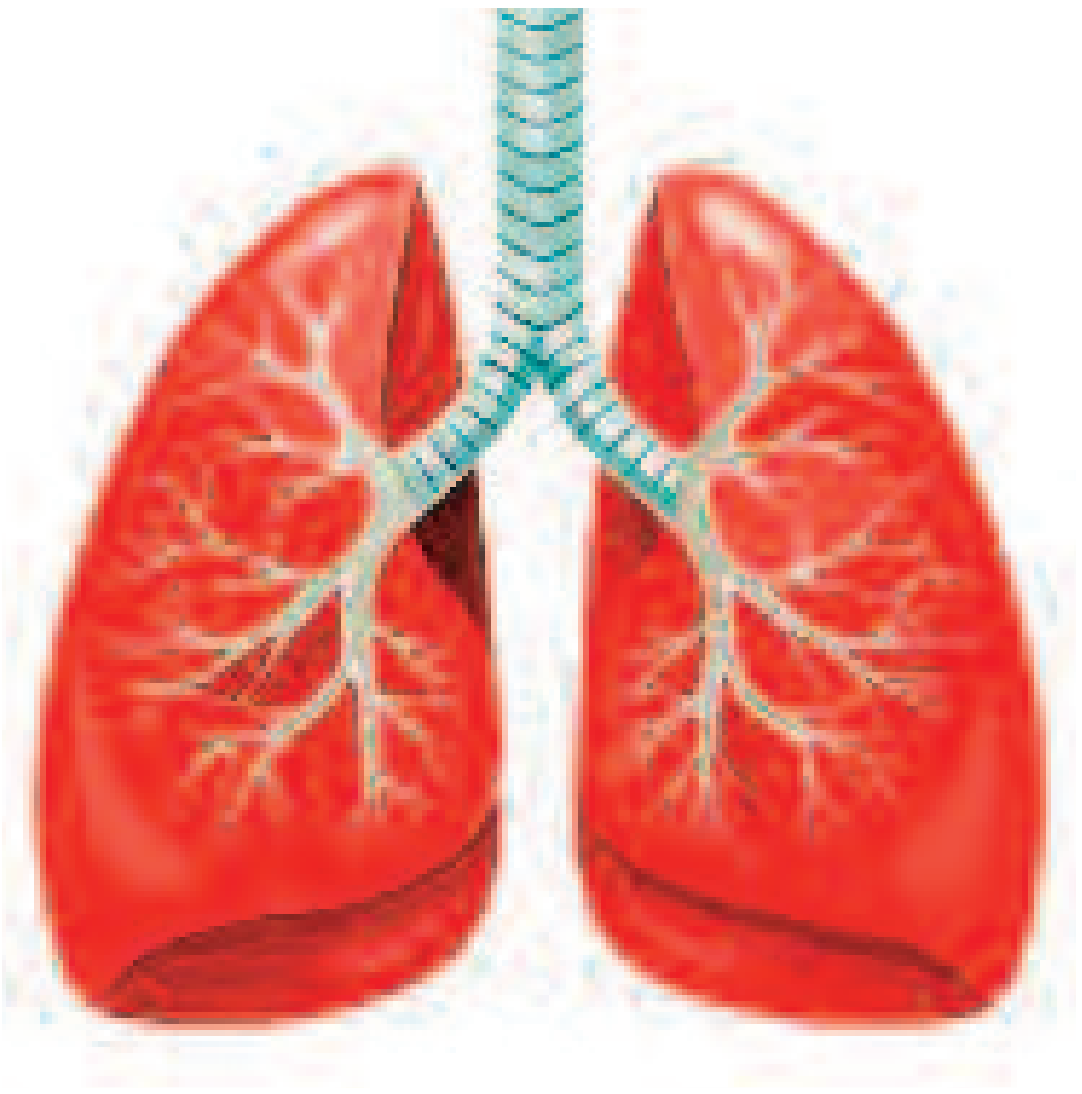

পারে এই রোগ। অনেকেরই আবার অভ্যাস আছে সযত্নেই এই ধরণের রোগকে এড়িয়ে চলার। অর্থাৎ সময়মতো সেই রোগের চিকিৎসাটাই তাঁরা করান না। ফলে আচম্বিতেই রোগের করাল থাবা এসে আক্রমণ করে তাঁদের এবং তছনছ করে দেয় সমগ্র জীবনটাকেই।

তবে সুখের কথা এই যে, সাধারণত অল্পবয়সীদের মধ্যে দেখা যায় না এই রোগ।বয়স মোটামুটি চল্লিশ অথবা পঁয়তাল্লিশ বছর অতিক্রম করলে দেখা মেলে তার। আবার ফুসফুস সংক্রান্ত রোগ অথবা ধূমপানের অভ্যাস ছাড়াও এই রোগ কোন কোন সময় আক্রমণ করে সেইসব মানুষদের যাদের বংশের কেউ না কেউ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

অত এব ব্যাপারটা নিয়ে সকলকে ভাবতেই হবে। আবার সেইসঙ্গে নিতে হবে প্রয়োজনীয় সর্তকতাও । আর যদি সত্যি সত্যিই সেটা সম্ভব হয় তাহলে এই রোগের আক্রমণকে যেমন এড়িয়ে চলা সম্ভব হবে অনেকটাই, তেমনই আসতে বাধ্য জীবনের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাও ।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, চিকিৎসার মাধ্যমে এই রোগ থেকে একশ শতাংশ নিরাময় কখন ই সম্ভব নয়। তবে চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি পাওয়া অতি অবশ্যই সম্ভব। কারণ চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষায় ধূমপান বা অন্যান্য আরও অনেক কারণে ফুসফুসের মধ্যে যে সমস্ত কার্বন কণিকা সঞ্চিত হয়ে থাকে তা নির্গমনের কোন ব্যবস্থা না থাকার কারণেই বাতাস গ্ হণ করা বা ছাড়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা একটা থেকেই যায়। তাই সমস্যারও একশ শতাংশ সমাধান সম্ভব হয় না।

এই রোগের প্রধান উপসর্গ হল একনাগাড়ে হওয়া নাছোড়বান্দা এক ধরনের কাশি। তার সঙ্গে আবার নির্গত হয়ে থাকে কফও । সেই কফ প্রথমের দিকে একটু তরল আকারের হলেও পরে আপনাআপনিই বেশ ঘন হয়ে যায়। হয়ে যেতে পারে তার বর্ণের পরিবর্তনও। তখন বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হয়। রোগী আস্তে আস্তে কাহিলও হয়ে পড়েন। ভাগ্য খারাপ হলে আবার ঘটে যেতে পারে হৃদরোগও। আবার দিন যত এগোতে থাকে হঠাৎ হঠাৎই আমরা আক্রান্ত হতে পারি অষ্টিওপেরোসিস নামক ভয়াবহ একটা রোগেও।

পরিবেশের কারণেই হোক, অথবা হোক ধূমপায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, এই রোগের দাপট কিন্তু দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। তাইতো এই ব্যাধির বাড়বৃদ্ধিকে কমানোর ইচ্ছে নিয়েই প্রতিবছর নভেম্বর মাসের ১৮ তারিখটাকে বেছে নেওয়া হয়েছে সিওপিডি দিবস পালনের উদ্দেশ্যে নিয়েই । আর এই দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্যই হল সমগ্র বিশ্বেই এর দাপট হ্রাস করা।

বলাই বাহুল্য, এই দিবস পালনের মাধ্যমেই আমরা আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে অনেকটা এগিয়ে যেতে অনেকটা সক্ষম হয়েছি এবং তারই ফলস্বরূপ দেখেছি আশার আলোও ।

কিডনি ও লিভারের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে প্রতিদিনই যা যা করবেন

আমাদের শরীর সুস্থ-সবল থাকা অনেকটাই নির্ভর করে শরীরে দুটি অঙ্গের ওপর। সেগুলো হচ্ছে, লিভার ও কিডনি। কয়েকটি নিয়ম মেনে চলতে পারলে সারা বছর এই দুই অঙ্গ সঠিকভাবে কাজ করবে। সেগুলি কী কী, দেখে নিন।

তার আগে জেনে নেওয়া প্রয়োজন, লিভার ও কিডনি ভালো রাখা কেন জরুরি।

কিডনি ও লিভার ভালো রাখা জরুরি কেন

কিডনি ও লিভারের কার্যক্ষমতায় বিন্দুমাত্র সমস্যা দেখা দিলে আমাদের শরীর ভেতর থেকে আর পরিশ্রুত হতে পারে না। শরীরের মধ্যে টক্সিন ও ফ্লুইড জমতে থাকে। তার ফলে বাড়ে সমস্যা।

লিভার সঠিকভাবে কাজ না করলে সারাক্ষণ গা-গোলাবে আপনার। খাবার দেখলে খেতে ইচ্ছে করবে না। সর্বক্ষণ একটা বমিভাব দেখা দেবে। এগুলো হলো প্রাথমিক উপসর্গ।

অন্যদিকে কিডনির সমস্যা দেখা দিলে শরীরের একাধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একসঙ্গে বিকল হয়ে যেতে পারে, যাকে মাল্টি অর্গান ফেলিওর বলে। এমনিতে কিডনির সমস্যা দেখা দিলে শুরুর দিকে সমস্যা হবে প্রস্রাবের। হাত-পা-মুখ অস্বাভাবিক হারে ফুলে যেতে পারে। কোমরে অসম্ভব যন্ত্রণা হতে পারে। এ ছাড়া লিভার ও কিডনির স্বাস্থ্য খারাপ হলে একাধিক জটিল রোগ বাসা বাঁধতে পারে আপনার শরীরে।

অতএব সতর্ক থাকা খুবই জরুরি বিষয়।

কিডনি ও লিভার ভালো রাখবেন যেভাবে

কোন কোন অভ্যাস মেনে চললে, কোন কোন বদভ্যাস অবিলম্বে ত্যাগ করলে অনেকদিন পর্যন্ত আপনার লিভার ও কিডনি ভালো থাকবে, চলুন, জেনে নিই।

লিভার ও কিডনি ভালো রাখতে চাইলে প্রতিদিন সঠিক পরিমাণে পানি খাওয়া প্রয়োজন। সঠিক পরিমাণে পানি খেলে শরীরে জমা টক্সিন ধুয়ে বেরিয়ে যাবে। কিডনি ও লিভারের ওপর চাপ কম পড়বে।

পর্যাপ্ত ঘুম প্রয়োজন কিডনি ও লিভার ভালো রাখার জন্য। রোজ ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুম রাতে হওয়া

প্রয়োজন। ঘুমের সময় আমাদের বডি ডিটক্সিফিকেশন হয়। বিশেষ করে লিভার সেই সময় কাজ করে।

লিভার ও কিডনি ভালো রাখতে চাইলে কাঁচা লবণ খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে অবিলম্বে। লবণ খেলে শরীরে সোডিয়াম বেড়ে যায়। তার ফলে শরীরে জমে ফ্লুইড। কিডনির ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে।

লিভার ও কিডনি ভালো রাখার জন্য অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যুক্ত খাবার খেতে হবে। এর জন্য ব্লুবেরি খেতে পারেন। এ ছাড়া গ্রিন টি দিনে একবার খাওয়া যেতেই পারে। তবে বেশি খাবেন না।

সারা বছর ফিট অ্যান্ড ফাইন থাকলে শরীর চর্চা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। নিয়মিত শরীরচর্চা করলে সারা শরীরে ভালোভাবে রক্ত সঞ্চালিত হবে। তার ফলে ভালো থাকবে কিডনি ও লিভার।

লাল রঙের যেসব খাবার নিয়ন্ত্রণে রাখে ডায়াবেটিস

কিছু লাল রঙের খাবার রয়েছে যেগুলো খেলে ডায়াবেটিস বা সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে। খাবারগুলো আমাদের খুবই পরিচিত। তবে এগুলোর যে এত গুণ, বিশেষ করে ডায়াবেটিসের সমস্যা কমাতে যে দারুণভাবে কাজে লাগে, তা হয়তো অনেকেই জানেন না।

লাল রঙের কোন কোন ফল ও সবজি খেলে ডায়াবেটিসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, তা জানাতেই আজকের প্রতিবেদন।

হাই সুগার কমাতে অনেকেই তো অনেক কিছু খেয়ে থাকেন, বিভিন্ন ধরনের নিয়ম মেনে চলেন। এবার এই লাল রঙের খাবারগুলো খেয়েও দেখতে পারেন। তবে তার আগে একবার চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অবশ্যই জরুরি।

বিট

বিট কিংবা বিটের রস খাওয়ার অনেক উপকারিতা রয়েছে।

বিট খেলে ডায়াবেটিসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। হাই ব্লাড সুগার কমাতে লাল রঙের খাবার হিসেবে বিট খেতে পারেন। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ফাইবার সমৃদ্ধ বিট একটি লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স যুক্ত খাবার। আর যেসব খাবারে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম, সেগুলো সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে খুবই সাহায্য করে।

বেদানা

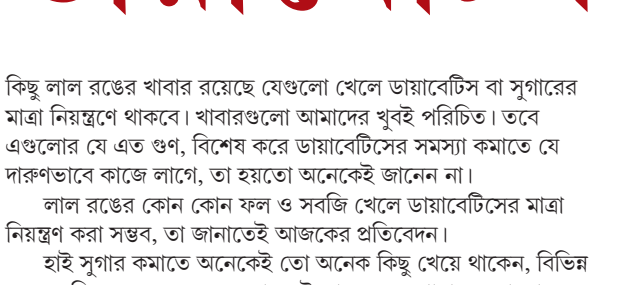

বেদানার অনেক স্বাস্থ্যগুণ রয়েছে। সুগারের মাত্রা কমাতে লাল রঙের ফল হিসেবে বেদানা খেতে পারেন। বেদানা খেলে মূলত নিয়ন্ত্রণে থাকে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের মাত্রা। অতএব রোজ একটা বেদানা খাওয়া যেতেই পারে। নিয়মিত বেদানা খেলে বারবার ইনস্যুলিন নিয়ে সুগার কমাতে হবে না।

এর মধ্যেও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের মাত্রা কমায়।

ক্যাপসিকাম

লাল রঙের ক্যাপসিকাম বা রেড বেল পেপার খেলে নিয়ন্ত্রণে থাকবে সুগার বা ডায়াবেটিসের মাত্রা। লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স যুক্ত রেড বেল পেপার খেলে খাবার খাওয়ার পর আচমকা সুগার বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা অনেক কমে যায়। এ ছাড়া এই রেড বেল পেপারে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, কম ক্যালরি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টস।

টমেটো

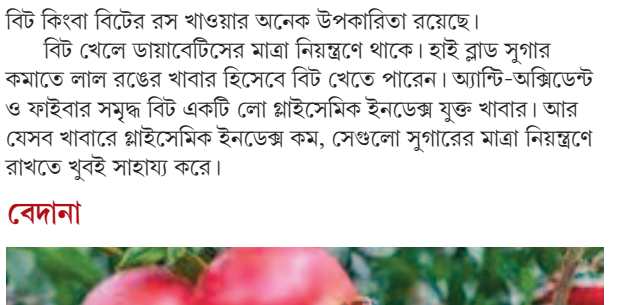

টমেটো খাওয়ার অনেক উপকারিতা রয়েছে। বিশেষ করে কাঁচা টমেটো খেতে পারলে বেশি উপকার পাওয়া সম্ভব। বেশি ফাইবার, কম ক্যালরি এবং কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স যুক্ত টমেটো ডায়াবেটিসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। শরীরে বেশি পরিমাণে গ্লুকোজ নির্গত হতে দেয় না। ফলে আচমকা সুগারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

স্ট্রবেরি

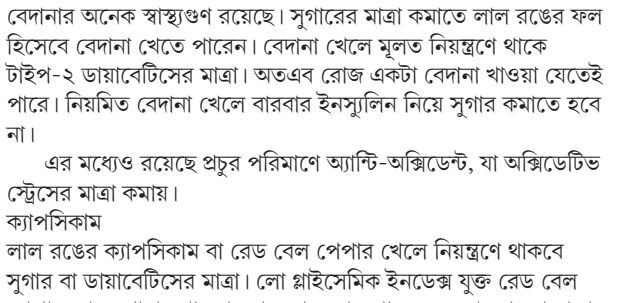

লাল ফলের মধ্যে রয়েছে স্ট্রবেরি। যা খেলে হাই ব্লাড সুগারের মাত্রা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। স্ট্রবেরি খাওয়ার আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে। তাই ডায়াবেটিসের রোগীরা এই ফল নিশ্চিন্তে খেতে পারেন।

স্ট্রবেরি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর একটি ফল। লাল রঙের এই ফল খেলে ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে ইনস্যুলিন নেওয়ার প্রয়োজন তুলনায় কম হতে পারে।